CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিষ্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 September, 2020 ■ আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২০ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে নৌযান শনিবার সোনামুড়ায় পৌঁছল। ছবি নিজস্ব।

করোনা ঃ মৃত্যুর লাইন দীর্ঘ হচ্ছে, দিল্লি থেকে ডাক্তারদের টিম আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে নতুন দিল্লি থেকে বিশেষ চিকিৎসকদল রাজ্যে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শীঘই নতুন দিল্লি থেকে এই চিকিৎসকদলটি রাজ্যে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান। তিনি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষায় দেশের ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থেকে ত্রিপুরা টেস্টের সংখ্যা অধিক। সংক্রমণের হারের দিক থেকে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেশি। কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর হারের দিক থেকে দেশের ১৮টি রাজ্যও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ত্রিপুরা থেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ।সম হারে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।শনি বার রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল সর্বাধিক ১০ জনের।এটা রাজ্যের জন্য রেকর্ড।এর আগে একদিনে এত জনের মৃত্যু হয়নি।গত ২৪ ঘন্টায় ১০ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৪৪ জনের।

স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের শতকরা হার ৪.৯৫ শতাংশ।সুস্থতার শতকরা হার ৬০.২৭ শতাংশ।গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে .২৬২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।রাজ্যে এখন পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২লক্ষ ৪ হাজার ৭০২ জন। মোট পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ২ লক্ষ ৩ হাজার ৬২৯ জন।এখন পর্যন্ত রাজ্যে আক্রান্তের মোট সংখ্যা ১৪ হাজার ৫৩১ জন।

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট রাজ্যে প্রতিদিন নিয়ম করেই বাড়ছে করোনার থাবা।মৃত্যুর গ্রাফ ও উর্ধ মুখী। সব মিলিয়ে গোটা রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে করোনার আতঙ্ক।পিছিয়ে নেই আগরতলা পুর নিগম এলাকা।

আগরতলায় পৃথক দূর্ঘটনায় নিহত একজন গুরুতর আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বাইপাস ইচা বাজার এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম শেখর দেব। জানা যায় পথচারী ওই ব্যক্তিকে ১২চাকার লরি ধাক্কা দেয়। তাতে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই গুরুতরভাবে আহত হন তিনি।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ইচ্ছা বাজার এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ খুনি লরিটি আটক করেছে। এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানায় মামলা হয়েছে। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

এদিকে অপর এক দুর্ঘটনায় অরুন্ধতী নগরে এক গাড়ি চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। জানা যায় একটি অলটো গাড়ি দ্রুতবেগে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গাড়িটি রাস্তার পাশে বিদ্যুতের পিলারে ধাক্কা লাগে। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ছোট এসে আহত গাড়িচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।পরপর এসব দুর্ঘটনাকে কেন্দ্রকরে স্থানীয় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গোমতী নদীতে সোনামুড়া-দাউদকান্দির মধ্যে জলপথে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য পরিবহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। গোমতী নদীতে সোনামুড়া-দাউদকান্দির মধ্যে জলপথে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সাথে পণ্য পরিবহণ শুরু হওয়ায় ত্রিপুরার জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। আগামীদিনে এই জলপথে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

তাতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলিও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আজ সোনামুড়ার শ্রীমন্ত পুর নদীবন্দরে সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথে পরীক্ষামূলকভাবে নৌযান আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা

আরও বলেন, ত্রিপুরা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি করে থাকে। এরমধ্যে প্রায় ৬৩০ কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ত্রিপুরা থেকেও বছরে ২ হাজার কোটি টাকার পণ্য রাজ্যের বাইরে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এতদিন রাজ্যে আমদানি ও রপ্তানি মূলত: সড়কপথে এবং রেলপথে হতো। সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথটি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে পণ্য আমদানি করতে প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ খরচ কম পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্যের উন্নয়ন করতে হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যে সড়কপথ, রেলপথ, আকাশপথ, জলপথ অর্থাৎ চর্তুদিকেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। ফলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নও দ্রত হচ্ছে। আগে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র জীবনরেখা ছিল আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক, কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর আন্তরিক প্রয়াসের ফলে রাজ্যে সড়ক, রেল, বিমান ও জলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে নাশকতার আগুনে পুড়ল সিপিএম পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। গত মধ্যরাতে খোয়াইয়ের গনকি সিপিআইএম পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে সিপিআইএম পার্টি অফিসটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজন রা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে খোয়াই থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এর মধ্যে সিপিআইএম পার্টি অফিসটি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে খোয়াই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ।এদিকে বিজেপির খোয়াই মন্ডল অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। কে বা কারা বিজেপি মন্ডল অফিসে অগ্নিসংযোগ করে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।শাসক দল এবং বিরোধী দলের পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ উর্ধমুখী হয়ে উঠতে শুরু করেছে।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক হিংসাত্মক ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর ফলে অশান্তির বাতাবরণ আরো চরম আকার ধারন করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।শুধু খোয়াই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলির পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।এ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপ কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ উর্ধমুখী হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

মজুরীর দাবীতে ধর্মঘটে সামিল আখাউড়া আইসিপির শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। সময়মতো ন্যায্য মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে আখাউড়া চেকপোস্ট মজুররা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। শনিবার সকাল থেকেই তারা ধর্মঘট শুরু করেন।ধর্মঘটের ফলে শনিবার সকাল থেকেই মাল লোড-আনলোডের কাজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানিয়েছেন চেকপোস্ট কর্তৃপক্ষ তাদের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না।

লকডাউন পরিস্থিতিতে মজুরি টাকা সময়মত না পাওয়ায় তারা পরিবার প্রতিপালন করতে মারাত্মক সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে। সে কারণেই কর্তৃপক্ষের এ ধরনের ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হয়েছে।যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বকেয়া মজুরি টাকা মিটিয়ে না দেওয়া হবে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনে বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে। এদিকে আখাউড়া চেকপোস্ট শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। উভয় দিকে বেশ কিছু সংখ্যক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার বাংলাদেশী নেশা পাচারকারী গ্রেপ্তার মধুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ৫ সেপ্টেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানার পুলিশ ৪ বাংলাদেশি নেশা পাচারকারীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। আটক নেশা করা হলো বিল্লাল মিয়া ,সোলেমান মিয়া ,নন্দলাল সেবার এবং বকেন উদ্দিন। মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন আটক ৪ বাংলাদেশী যুবকের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরে তাদেরকে খুঁজছিল।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মধুপুর থানার পুলিশ তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রায় প্রতিদিনই নেসা পাচার বাণিজ্যে জড়িত থাকে বলে জানা গেছে। আটক ৪ বাংলাদেশী নেশা পাচারকারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কৈলাসহর সংযোজনঃ উনকোটি জেলার কৈলাশহর এর ছণ টেলএলাকা থেকে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও করেক্স সহ এক নেশা কারবারি আটক করেছে পুলিশ। নাটক নেশা কারবাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাবিয়াছড়া বাজারে গণহারে চুরি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। কুমারঘাট এর পাবিয়াছড়া বাজারে একই রাতে পর পর আবারও তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে কুমারঘাট থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দোকান ঘরের দরজা ভেঙ্গে চুরে দল ভিতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য এর আগেও পাবিয়া ছড়া বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে পরপর চুরির ঘটনা ঘটে। পরপর চুরির ঘটনা ঘটলো পুলিশ চোরদের টিকির নাগাল পায়নি।

পরপর এসব চুরির ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল পরপর এইসব চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।উল্লেখ্য লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যারাতে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ঘরে চলে যান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল পরপর এসব চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।লকডাউন চলাকালে পুলিশ ব্যবস্থা জোরদার করার কথা থাকলেও কার্যত পুলিশ কোনো টহল দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে। পরপর এসব ঘটনার পর পুলিশের অস্তিত্ব নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।কুমারঘাট এবং পাবিয়া চোড়া বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো জন্য ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বোর্ড অব জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, পলিটেকনিক ডিপ্লোমা এন্ট্রান্স পরীক্ষা সহ ল এন্ট্রান্স পরীক্ষা আয়োজনের জন্য সম্ভাব্য দিনক্ষণের অনুমোদন দিয়েছেন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান, শিক্ষাভবনে আজ আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আগামী ২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর সম্ভাব্য তারিখ হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে। ৩,৮৬৯ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসবে। ৩০ সেপ্টেম্বর পলিটেকনিক ডিপ্লোমা এন্ট্রান্স পরীক্ষার সম্ভাব্য দিন হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। ১২০০ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসবে। এজন্য ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে। ল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ঠিক হয়েছে ৭ অক্টোবর। এতে ২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। সবধরণের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলি এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে স্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, টিস্যু পেপার, পানীয়জল, থার্মাল স্কিনিং ব্যবস্থা রাখার জন্য বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, শিক্ষা সচিব সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (মেইন) ইঞ্জিনীয়ারিং-এর পরীক্ষা পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ২টি সেন্টারে শুরু হয়েছে। চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩,৩৭৯ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচলে চিনা সেনার হাতে অপহৃত ভারতীয় পাঁচ যুবক, টান টান উত্তেজনা

ইটানগর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। লাদাখের পর এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের পাঁচ যুবককে অপহরণ করেছে চিনা সেনার দল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাশাপাশি গোটা রাজ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। এখানে প্রশাসনিক সূত্রের খবরে জানা গেছে, দিল্লি থেকে প্রতিরক্ষা সদর দফতর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি গত ৩ সেপ্টেম্বর সংঘটিত হলেও আজ শনিবার ভোরের দিকে খবরটি রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছেছে। সরকারি সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের আপার সুবনশিরি জেলার অন্তর্গত প্রত্যন্ত ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী ম্যাকমোহন লাইনের নাচো সার্কলের তাগিন জনগোষ্ঠীভুক্ত সাত যুবক জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে তারা জঙ্গলে শিকারে যান। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে ভারতীয় ভূখণ্ডে আগে থেকে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির সেনাবাহিনী গোপনে ঘাঁটি গেড়েছিল। ওই সব সেনা যুবকদের ঘেরাও করে তুলে নিয়ে যায়। তবে চৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে দুই যুবক পালিয়ে সন্ধ্যার দিকে গ্রামে পৌঁছেন। গ্রামে এসে তাঁরা পাঁচ সঙ্গী যথাক্রমে তোচ সিংকাম, প্রশান্ত রিংলিং, দংগতু, ইবিয়া, তানু রাকর এবং গারু দিরিকে চিনা সেনারা তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর দেন। গ্রামের মানুষ ঘটনার খবর দেন স্থানীয় প্রশাসনকে। যুবকরা মূলত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোর্টার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

নাচোবস্তি এলাকায় কোনও ইন্টারনেট পরিষেবা নেই। প্রত্যন্ত বস্তি এলাকা। তাই খবরটি আজ ভোরের দিকে রাজধানীতে এসে পৌঁছে। খবর পেয়ে প্রশাসনিকস্তরে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। খবর যায় দিল্লিতে। প্রসঙ্গত আপার সুনশিরি এলাকাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত। তছাড়া এই এলাকা তথা ইস্ট অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা আসনের বিধায়ক ননিং এরিং খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিধায়ক বৈঠকে বসেন স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। প্রশাসন সীমান্তে 'সেরা ৭'-এ নিয়োজিত ভারতীয় সেনাকে অবগত করে।

খবর পেয়েই রণসজ্জায় সেজে ভারতীয় সেনারা চৈনিকদের গোপন শিবিরে গিয়ে পাঁচ যুবককে মুক্ত করতে বলে। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত এখনও পাঁচ অরুণাচলিকে চৈনিকদের কবজা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি ভারতীয় সেনারা।

প্রসঙ্গত, এর আগেও এ ধরনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক দিবসে চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ এর বিক্ষোভ প্রদর্শন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩২২ ◘ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২০ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নিজ দেশে পরবাসী

নিজ দেশে পরবাসী যাহারা তাহাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা যে কতটা গভীরে তাহা সহজে ই অনুমেয়।ভারতীয় সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার দিয়াছে।সংবিধানে দেশের প্রতিটি নাগরিককে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার দিয়াছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে।সংবিধানে বলা হইয়াছে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যাইতে পারে। এখন ফিরিয়া আসা যাক মূল প্রসঙ্গে।রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রশ্নে , নাগরিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে ,সীমান্ত অপরাধ বন্ধ করিতে ভারত সরকার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। দেশবাসী কেন্দ্রীয় সরকারের এ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিন দিক দিয়া বাংলাদেশ ঘেরা ক্ষুদ্র পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশ ত্রিপুরাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথ দিয়া প্রতিনিয়ত পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রহিয়াছে। শুধু পাচার বাণিজ্যই নয় নেশা সামগ্রিক পাচারের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ত্রিপুরা সীমান্ত। অপরাধপ্রবণতার দিক দিয়ে বিচার করলে সীমান্ত এলাকা বিপদজনক হইয়া উঠিয়াছে। আশির দশক হইতে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ মাথাচাড়া উঠিয়াছিল। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদি সংগঠন গুলি বাংলাদেশ তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকিবার সুযোগে কাজে লাগাইয়া সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলিতে প্রবেশ করিয়া নানা সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সংঘটিত করিয়া পুনরায় বাংলাদেশের ঘাটিতে আত্মগোপন করিতো। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হইয়াছিল। একদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, অন্যদিকে সীমান্ত অপরাধ দমন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।সমর্থন জানাইয়াছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বসবাসকারী শান্তিকামী জনগণ।কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করিয়াছিল।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সে অনুযায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ প্রায় শেষের পথে। সোনামুড়া সীমান্তে ৪ কিলোমিটার জায়গায় অবশ্য এখনো পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।ওইসব এলাকায় সীমান্ত সংলগ্ন স্থানে বসবাসকারী জনগণ আপত্তি জানাইবার কারণেই এই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ এখনো পর্যন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।যেসব এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে ওইসব এলাকাতেও বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার এখনো কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করিতেছেন। কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার ফলে ওইসব পরিবারগুলি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে এখনো বসবাসকারী পরিবারগুলির কুড়ে ঘরের সুখ টুকু কাড়িয়া নিয়াছে কাঁটাতারের বেড়া।বিশেষ করিয়া বিগত ছয় মাস ধরিয়া লকডাউন ঘোষণার পর হইতে কাঁটাতারের বেড়ার উপরে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন।সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের প্রত্যেকেই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন জীবিকা নির্ভর করিতেছেন।কিন্তু লকডাউন ঘোষণা করিবার পর হইতে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের এপারে আসিবার জন্য কাঁটাতারের বেড়ার গেট নিয়মিত খুলিয়া দেওয়া হইতেছে না।তাহাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা। তাহারা তাহাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে পারিতেছেন না। অসুস্থ হইয়া পড়ি রে চিকিৎসার জন্য এপারে আশিতেও সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন।অবশ্য লকডাউন ঘোষণা করিবার আগে নির্দিষ্ট সময়সীমা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের এপারে আসিবার জন্য কাঁটাতারের বেড়ার গেট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খুলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু লকডাউন ঘোষণা করিবার পর হইতে এই নিয়ম কানুন আরো কড়া করা হইয়াছে। তাহাতেই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন ভারতীয় নাগরিকরা।ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে প্রায় সময়ই ভারতীয় নাগরিকদের নানা তিক্ততা র পরিবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে।

নিজ দেশে বাস করিয়াও যাহারা পরবাসী তাহাদের জীবনযন্ত্রণার কথা মাথায় রাখিয়া কাঁটাতারের বেড়ার গেট পারাপার হইবার নিয়মকানুন আরও কিছুটা শিথিল করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। অন্যথায় তাদের জীবন যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া যাইবে বৈকি! এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি সুবিচার না করিলে সমস্যা দিনের পর দিন বাড়িবে বৈকি কমিবে না।

ছাত্রীকে বোকা বানিয়ে মোবাইল ছিনতাই সোনারপুরে, অবসাদে আত্মঘাতী কিশোরী

সোনারপুর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বোকা বানিয়ে এক কিশোরী ছাত্রীর কাছ থেকে স্মার্ট ফোন হাতিয়ে নিল এক ছিনতাইবাজ।আর তার জেরেই ওই ছাত্রী মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে।সামান্য মোবাইল ফোনের জন্য এক কিশোরী ছাত্রীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। মৃতের নাম মৌ সাহা (১৫)।শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনার পুর থানার বিদ্যাধর পুর এলাকায়।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফিরে বাবার মুদিখানার দোকানে দোকানদারি করছিল কিশোরী ছাত্রী। বাবা ও মা দুজনেই বাড়িতে জামাকাপড় পাল্টাতে গিয়েছিলেন।এমন সময় ক্রেতা সেজে এসে তাকে বোকা বানিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে পালায় এক যুবক। ছাত্রীর এই বোকামির ঘটনা নিয়ে পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা হাসাহাসি করেন। এমন কি অনলাইনে তার পড়াশোনা চলবে কি করে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার জেরেই মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ছাত্রী। শুক্রবার রাতেই ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৌ নারায়ন মঙ্গলা হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তাঁদের পারিবারিক মুদি দোকান আছে এলাকায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাবা-মা দোকান দেখেন। দুপুরে বাবা ও মা না থাকলে সেই দোকান দেখাশোনা করত মৌ। শুক্রবার দুপুরে একটি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকে তাদের পরিবার ফিরে আসে।মেয়ে দোকান দেখাশোনা করতে আসে। সেই সময় সাইকেল নিয়ে এক খরিদ্দার আসে।কিছুক্ষন পর খরিদ্দার বলে টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি, যদি ফোনটা দাও তবে বাড়ি থেকে কাউকে টাকা আনতে বলবো।মৌ তার কথামত তাঁকে ফোন দেন। এরপরেই সুযোগ বুঝে সেই মোবাইল নিয়ে খরিদ্দার চম্পট দেয়। এর পরেই মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় এই কিশোরী।ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বেলপাহাড়ীতে মাওবাদী পোস্টার, সর্তক প্রশাসন

ঝারগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মাওবাদীদের নামে করে বেলপাহাড়িতে পোস্টার পড়ায় নড়েচড়ে বসেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। নতুন করে জঙ্গলমহলে ফের মাওবাদীদের তৎপরতা বাড়ছে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পোস্টার পড়ার পরেই ঝাড়খন্ড বর্ডার এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে শনিবার রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র সহ রাজ্য পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা ঝাড়গ্রাম জেল পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং জেলা শাসকের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ন বৈঠকে মিলিত হন।

সুইডেন ও বেঙ্গালুরু হিংসার মধ্যে সাদৃশ্য বুঝুন

আর কে সিনহা

বিশ্বের সবচেয়ে খুশি দেশগুলির মধ্যেই গণ্য হয় থাকে সুইডেন। পুরোপুরি শান্তিপ্রিয় মানুষ, সমষ্টিগত উৎসাহ এবং উদযাপনের প্রথার কারণে সেই দেশের শূন্য অপরাধ এবং নূন্যতম হিংসা ও কুৎসা নেই। প্রায় এক দশক আগে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্কের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে ইসলামের নামমাত্র উপস্থিতি ছিল, তবে সাম্প্রতিককালে সিরিয়া আরব শরণার্থীদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে সেখানে আন্দোলন চলছে, আগুন জ্বলছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষজন কুরআনের অসম্মান করেছে। সুইডেনের জনগণ তো নিজেদের কাজ ও আনন্দ নিয়েই ব্যস্ত, দুষ্কর্ম করার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে, গুজব রটে যাওয়ার পর সেখানকার ঝামেলা রুখে দেওয়া হয়েছিল। সুইডেন থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি রাজধানী বেঙ্গালুরুতে কয়েক সপ্তাহ আগেই একটি সামান্য বিষয়ে সুপরিকল্পিত হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। বেঙ্গালুরু হিংসায় নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, অনেক মানুষ আহত হয়েছিলেন এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছিল। বেঙ্গালুরুর মতো আধুনিক শহরে দুষ্কৃতীরা সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এটিএম-এ ভাঙচুর চালায়। বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেস বিধায়কের একজন আত্মীয় নবী মহম্মদ সম্পর্কে আপত্তিজনক পোস্ট করেছিলেন, ফলস্বরূপ বেঙ্গালুরুতে হিংসা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, সুইডেন থেকে ভারত পর্যন্ত কোনও বিষয়ে বিরোধ প্রদর্শনের জন্য হিংসাকেই কেন বেছে নেওয়া হবে? সর্বোপরি মুসলমান সমাজের কট্টরপন্থীরা আইন নিজেদের হাতে কেন তুলে নিচ্ছে?

দুই ঘটনাতেই দোষীদের শাস্তি দেওয়া যেতে পারত এবং শাস্তি দেওয়াও হবে। আইনকে যদি নিজের মতো কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে বেঙ্গালুরু অথবা সুইডেন কোথাও আগুন জ্বলত না। কিন্তু, এমনটা হয়নি। এমনটা করে কট্টরপন্থীরা নিজেদের স্টকচ্মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকেই কী লজ্জিত ও অসুরক্ষিত করছেন না? সমস্ত দিক থেকে তো তাঁদেরই ক্ষতি হচ্ছে। উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেনের মালমো শহরে কুরআন অপমান করার খবর মিলেছে। এরপর সেই সমস্ত মুসলমানদের ভিড় রাস্তায় নেমে পড়েছিল, যাঁদের সুইডেনই বাঁচিয়েছিল, সমগ্র শহরে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেছিল তারা। বিভিন্ন জায়গায় ঘর-বাড়ি ও বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ধরনের দাঙ্গা কাটিয়ে উঠতে সুইডিশ পুলিশের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

ভারতের পুলিশের মতো এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অধিকার নেই তাঁদের ইউরোপের সুন্দর দেশে এই ধরনের হিংসা এই প্রথমবার হয়েছে। পুলিশ যতক্ষন পর্যন্ত হিংসা থামাতে সক্ষম হয়েছিল, ততক্ষনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। এই হিংসার নেপথ্যে সেই সমস্ত শরণার্থীদের দায়ী করা হচ্ছে, যাঁদের কয়েক বছর আগে উদার মানসিকতায় আশ্রয় দিয়েছিল সুইডেন সরকার। আমি নিজে সুইডেন যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, সেই দেশের মানুষের শান্তিপ্রিয় আচরণ, ভালোবাসার দ্বারা গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সিরিয়া ও ইরাকের মতো উপসাগরীয় দেশে হিংসার কারণে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিল।

যে সমস্ত দেশ শরণার্থীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করেছিল, সেই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সুইডেন। মাত্রাতিরিক্ত উদারতার জন্য এখন তাঁদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। মক্কা থেকে প্রচুর শরণার্থী এসেছিল। সেখানে আগে ইহুদি বংশ বাস করত।

হিজরতের মহত্ব এতটাই বেশি ছিল যে, ইসলামী সংবতের নাম রাখা হয়েছিল হিজরী। মদিনাবাসী মহাজীরদের স্বাগর জানিয়েছিল। আনসার গোষ্ঠী সমানভাবে তাঁদের সমস্ত সম্পদ এই শরণার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল। সেই সময় মদিনার নাম ছিল ইয়াসারব, পরবর্তীকালে নামকরণ হয় মদিনত্তুন্নবী। কয়েক বছরের মধ্যেই মদিনার সমস্ত বাসিন্দাকে হয় মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল অথবা হত্যা করা হয়েছিল, যাঁরা বাকি ছিলেন তাঁদের প্রথমে মদিনা, তারপর আরব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এখন সৌদি আরবে কোনও ইহুদি নেই। ইসলামের উত্থানের পর প্রায় গোটা বিশ্বেই অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল।

যাঁরা শান্তিতে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁদের উপর তরোয়াল নিয়ে শুরু হয় নিপীড়ন। সুইডেন ও বেঙ্গালুরুর ঘটনা দেখে তো এমনটাই মনে হচ্ছে।

সুইডেনের মালমো শহরে যে ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দা করা উচিত ছিল সমগ্র বিশ্বের। আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরও। কিন্তু, আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এখন নীরব। বেঙ্গালুরু হিংসা নিয়েও তাঁরা চুপ করে ছিল। আসলে বিশ্বের বহু দেশে ইসলামিক কট্টরপন্থীরা চিন্তাজনক রূপ নিচ্ছে।নিজেদের মুসলমান দাবি করে বারবার রাস্তায় নেমে পড়ছে। ধর্মের নামে অনাবশ্যক কট্টরতা ছড়াচ্ছে তারা। আমাদের নিজেদের বেঙ্গালুরু শহরে নিন্দার নামে দরিদ্র মানুষদের বস্তিতে উস্কানি দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ বেপরোয়াভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে হিংসাত্মক ঘটনা চলতেই থাকে। এরা কখনও স্কুল-কলেজের স্বার্থে রাস্তায় নামে না।

এটা বলা দরকার-সুইডেনের পাশাপাশি, উত্তর ইউরোপের বেশি কিছু দেশ যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল। এই দেশগুলির জনসংখ্যা অত্যন্ত কম।

বিপুল সংখ্যক মুসলমানরা যখন সেখানে পৌঁছে গেল, তখন তাঁদের সামাজিক আচরণও বদলে গেল। এই সমস্ত দেশগুলিতে আগে অপরাধ প্রায় হতোই না, এখন সেখানে ধর্ষণ, ছিনতাই এবং হত্যার ঘটনাও ঘটছে। মুসলিম কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে লেখার এবং কথা বলার কতটা সময় এসেছে, তা সুইডেনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, যেখানে উগ্র মুসলমানরা সুইডেনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একটি সহজ প্রশ্ন হল এই যে, সিডেনে দক্ষিণপন্থীরা কী কট্টরপন্থী মুসলিমদের কুকীর্তিতে বিরক্ত হয়েই তাদের একটি ধর্মীয় পুস্তকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উগ্র মুসলমানরা সিডেনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, কুরআনের অপমান করায়, আগুন লাগানোর পরিবর্তে, আইনি প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করলে কী ভালো হত না? নিশ্চিতভাবে কিছু উগ্র মুসলমানদের জন্যই শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে।

হিরোশিমাকে ফিরে দেখা ঃ ৭৫ বছর পর

প্রবীর মজুমদার

এই বছর আগস্টে ৭৫ বছর পূর্ণ করবে বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে কদর্য আর ভয়াবহ হামলা, জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আমেরিকার পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। এই হামলা শুধু জাপানি শহর দুটোকে নিশ্চিহ্নই করেনি, সেই সঙ্গে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোকে সারাজীবনের জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

১৯৪৫-এর গ্রীষ্মকাল। তখনও যুদ্ধ চলছে। ইউরোপ চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে বাঁচলেও জাপানি এবং মার্কিনীদের মধ্যকোর যুদ্ধ তখনও থামেনি। জাপানের আকাশে আমেরিকা রাজত্ব করলেও জাপানি সম্রাট হিরোহিতো আত্মসর্পণ না করার প্রশ্নে অনড়।

১৯৪৫-এর ৮ মে হিটলারের জার্মানির পতন হয় সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে। এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে অক্ষশক্তির শরকি জাপানকে পরাস্ত করতে মিত্রশক্তির রূপরেখা তৈর হল। ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত চলা পোটসদ্যাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্তলিন, চার্চিল এবং নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান। ঠিক হল, ৮ আগস্ট তারিখে সোভিয়েত লালফৌজ জাপান আক্রমণ করবে। কিন্তু যৌথ সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে অমেরিকা জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলল ৮ আগস্ট্রে আগেই। ৫ আগস্ট, ১৯৪৫। প্রথম পারমাণবিক বোমা 'লিটল বয়' আকাশ পথে বেরিয়ে পড়নল বি-২৯ ইনোলা গে বিমানে চেপে। আকাশ সেনারা ভেবে নিয়েছিল যে সেইদিনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু 'লিটল বয়' সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণাই ছিল না যে সেটা কতখানি ভয়াবহ জাপানের সপ্তম বৃহত্তম শহর হিরোশিমায় সকাল ৮টায় আপাত শান্ত নাগরিকদেরজীবনে যে বিভীষিকা এবং দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছিল, সেই প্রসঙ্গে ইনোলা গের এক কর্মী তাঁর ডাইরিতে লিখেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, এটা আমরা কী করেছি'।

পুরো হিরোশিমা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের অপর পাড়ে অবস্থানরত সোভিয়েত বাহিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। স্তালিন আপাতত জাপানে সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তারপরও মার্কিন প্রশাসন নিশ্চিত ছিল না।

তাদের ভয় ছিল, যদি সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো জাপানে পৌঁছে যায়। তাই তারা ৯ আগস্ট আরেকটি পারমাণবিক বোমা 'ফ্যাট ম্যান' ফেলল অন্য জাপানি শহর নাগাসাকিতে।

একদিকে সম্মেলনে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অন্যদিকে সেই সিদ্ধান্তকে ভণ্ডুল করে নোংরা কৌশল নিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তারা চেয়েছিল জাপানে সোভিয়েত ফৌজ পৌঁছবার আগেই জাপানের ব্যাপারটা ফয়সালা করতে। তাই জাপানে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের বিষয়টি ছিল সোভিয়েত অগ্রগতিকে প্রতিহত করার পরিকল্পনারই অংশ।

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে দু'টি শহরে মারা গিয়েছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ আর কখনও সংঘটিত হয়নি। মহাত্মা গান্ধী এই বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে 'বিজ্ঞানেরপ সবচেয়ে শয়তানিপূর্ণ ব্যবহার বলে অভিহিত করেছিলেন। মার্কিন প্রশাসন আজ পর্যন্ত এই জঘন্য অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়নি। এমনকি এটা যে অপরাধ ছিলসে কথাও বলেনি। সেই মার্কিন প্রশাসন যখন মানবতা এবং গণতন্ত্রে কথা বলে, তখন তা পরিহাস বলে মনে হয়।

যুদ্ধ শেষে পুরো পৃথিবীকে জানানো হল মার্কিনী সেনাদের বাঁচাতেও হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু আদৌ কি তাই? এই যুদ্ধে প্রায় কুড়ি লক্ষ জাপানি নাগরিক ও সৈন্য এবং এক লাখের মতো মার্কিন সৈন্য মারা গিয়েছিল। জাপানে মার্কিনী পারমাণবিক বোমা হামলার ব্যাপারে দু'ধরনের তত্ব উঠে আসে। হিরোশিমা আর নাগাসাকি হামলার ৭৫ বছরে অনেক বই, চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে এই হামলার পক্ষে এবং বিপক্ষে। কিন্তু গোপন নথিপত্র এই ধারণাই মূর্ত হয় যে জাপানে বোমা হামলা যতটা না প্রয়োজনীয় ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল একটি বার্তা, সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পি এম এম ব্ল্যাকেন্ট তাঁর 'Fear, War and the Bomb' গ্রন্থে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' সূচনা বলে উল্লেখ করেছেন। সত্যিই কি ভয়ঙ্কর 'উত্তপ্ত' ঘটনার মধ্য দিয়ে 'ঠাণ্ডা' যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল? এই ঘটনার পরই শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গঠিত হল রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের আনবিক শক্তি কমিশনের প্রথম বৈঠকে সোভিয়েত প্রতিনিধি আন্দ্রে গ্রোমিকো সব ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত রাখা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাখেন। তখনও পর্যন্ত পারমাণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে রাজি হয়নি। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদি দেশগুলির হাতেও তখন যদিও পারমাণবিক বোমা ছিল না, তবুও তারা রাজি হয়নি। দুঃখজনকভাবে সত্যি হলেও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণই অধিবেশনেও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায়নি। নাগাসাকির পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় জাপান সাগরে ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই।

এর বছর তিনেকের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমা বানিয়ে আমেরিকার একচেটিয়া মালিকানা খর্ব করে। গত শতকের পঞ্চাশেরদশকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও বানিয়ে ফেলে পারমাণবিক বোমা। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধক্ষেত্রে দু'বার পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা করেছে একটিই দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দাগী আসামি। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র একমাত্রদেশ, যারা এর পরেও বহুবার পারমাণবিক বোমা প্রয়োগের হুমকি দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে প্রথমেই দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করা। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে উল্টো ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির হাতে এই বোমা থাকলে বিশ্ব সংস্থার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোনও ছোট দেশ এই বোমা রাখতে পারবে না। দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন ঘাঁটিতে এত হাজারেরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র আছে, আর সবকটিই উত্তর কোরিয়ারদিকে তাক করে। এতে রাষ্ট্রসংঘ নির্বিকার রয়েছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া যখন আত্মরক্ষার্থে পারমাণবিক বোমা বানায়, তখনই বিশ্ব তোলপাড় হয়।

হিরোশিমার বাতাসে এখনও পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয়তা। পারমাণবিক হামলার বিপর্যয় খুব ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠেছে এই ৭৫ বছরে। যদিও এখানকার বাসিন্দরা আমৃত্যু মনে রাখবে বোমা হামলার বিপর্যয়ের কথা। শহরের যেখানে বোমা পড়েছিল, সেখানে গড়ে উঠেছে স্মৃতিস্তম্ভ। ১৯৫৫ সালে নির্মিত হয়েছে শান্তি স্মৃতি জাদুঘর। পারমাণবিক হামলার পর জ্বলে গিয়েছিল পুরো শহর। আজ শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে সবুজ গাছগাছালি। শহর যেন ভুলে থাকতে চায় সেই ভয়াবহতা।

বোমা নিক্ষেপের পর নাগাসাকি হয়ে উঠেছিল মৃত শহর। মানুষ যাঁরা বেঁচেছিলেন, তাঁরা অন্যত্র চলে যান শহর ছেড়ে। তেজস্ক্রিয়তার কারণে পশু-পাখিরাও স্থির হতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু এত বছর পরের দৃশ্য দেখলে যে কেউ অবাক না হয়ে পারবে না। নাগাসাকি বদলে গেছে। মৃত্যুর মিছিল পেরিয়ে ফিরে এসেছে প্রাণের স্পন্দন। ১৯৪৫-এর আগস্ট্রে সেই বীভৎসতম ঘটনার পর গুজব রটেছিল যে ৭৫ বছর জাপানের মাটিতে আর কিছু জন্ম নেবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যখন আবার রেড ম্যাজিক লিলি ফুটেছিল, তখন তা পরিণত হয়েছিল জাপানের মানুষের প্রাণশক্তির প্রতীক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত কর্মীরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

ভাসানচর দেখতে গেলেন ৪০ রোহিঙ্গা নেতা

মনির হোসেন,ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৫।। বাংলাদেশের নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচর বসবাসের উপযোগী কি না তা দেখতে গেছেন বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ৪০ নেতা। কমপক্ষে এক লাখ রোহিঙ্গাকে ওই দ্বীপে পাঠানোর পরিকল্পনা আছে সরকারের। এরই অংশ হিসেবে কক্সবাজারের উখিয়ার ট্রানজিট শরণার্থী ক্যাম্প থেকে শনিবার দুজন নারীসহ ৪০ রোহিঙ্গা ভাসানচরে যান।
সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদলটি উখিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেন। সকালে তারা চট্টগ্রামে পৌঁছে সেখান থেকে নৌবাহিনীর জলযানে করে ভাসানচরে যান। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মাহবুব আলম তালুকদার এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের আশা যে রোহিঙ্গা নেতারা ভাসানচরের ব্যবস্থা দেখে এসে অন্য রোহিঙ্গাদের বোঝালে তারা সেখানে যেতে রাজি হবেন। সেনাবাহিনীর রামু-১০ পদাতিক ডিভিশনের মুখপাত্র মেজর ওমর ফারুক বলেন, 'শনিবার ভোরে ৪০ জন রোহিঙ্গার একটি প্রতিনিধিদল ভাসানচরের গেছেন। তারা মঙ্গলবার ফিরবেন।ভাসানচরে রোহিঙ্গা নেতাদের আগস্টের শুরুতে যাওয়ার কথা থাকলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

গোমতী নদীপথে বাণিজ্য ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও বৃদ্ধি করবে: রিভা গাঙ্গুলী দাস

মনির হোসেন,ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৫।। বাংলাদেশের কুমিল্লার গোমতী নদীপথে বাণিজ্য চালুর ফলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস। শনিবার গোমতী নদী দিয়ে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়া বন্দরে পরীক্ষামূলকভাবে পৌঁছেছে সিমেন্টবাহী একটি কার্গো ট্রলার। রিভা গাঙ্গুলী দাস কুমিল্লার বিবির বাজার স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সোনামুড়া যাওয়ার পথে বলেন, 'গত ২০ মে মাসে ঢাকায় দুদেশের মধ্যে নতুন দুটি নৌপথের চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। এর একটি রাজশাহী থেকে ভারতের দুলিহান এবং অপরটি কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া। ওই চুক্তি অনুসারে আজ প্রথম সিমেন্ট রপ্তানির মাধ্যমে ট্রায়াল রান শুরু করা হলো। এটি বাংলাদেশ ও ভারত, দুদেশের জন্যই একটি ঐতিহাসিক দিন।'
সাধারণত দুদেশে মধ্যে ট্রাকে করে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা হয় জানিয়ে হাইকমিশনার বলেন, 'এ নৌপথ চালুর কারণে বর্তমানে দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।' তিনি জানান, নৌপথের নাব্যতা সংকটসহ আরও যেসব সমস্যা চিহ্নিত হবে সেগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে কুমিল্লার বিবির বাজার গোমতী অংশে বিআইডব্লিউটি চেয়ারম্যান গোলাম সাদেক বেলুন উড়িয়ে পরীক্ষামূলক নৌ চলাচল উদ্বোধন করেন। কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মো. আবুল ফজল মীর, কাস্টমস অফিসার সুভাস চন্দ্র মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা সুপার আজিমুল আহসান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক দিবসে অসমে বড়ো ও অন্যান্য জনজাতি ভাষার অধিকরণের শুভারম্ভ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শনিবার গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে সরকারি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, শিক্ষা-অর্থ-স্বাস্থ্য-পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী সহ অন্য বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে সদ্য স্বাক্ষরিত বড়োচুক্তি অনুযায়ী বড়ো মাধ্যম এবং অন্যান্য জনজাতীয় ভাষা অধিকরণের শুভারম্ভ করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃতী শিক্ষকদের পুরস্কারও প্রদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ ২৯. পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, যানবাহনের চলাচল নিয়ণে রাখতে, ভিড় নিয়ণে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পুর কর্তপক্ষ ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে মিলে আরো অন্যান্য বিধিনিষেধ ও আরোপ করতে পারেন।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অভিনব বার্তা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দেশের সমস্ত শিক্ষকদের পাঁচ " টি " এবং চার " কিউ " বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক।
ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পুরস্কার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষকদের জন্য পাঁচ " টি " যথাক্রমে ট্রানসফর্ম, ট্যালেন্ট, টেম্পেরামেন্ট, ট্রেজার এবং ট্রেনিং একান্তভাবে প্রয়োজন। পরিবর্তিত সময় শিক্ষকদের প্রকৃত প্রতিভাকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে। সহনশীলতার মধ্যে জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছেন শিক্ষকেরা। সংস্থা এবং ব্যক্তি বিকাশের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে দেশের শিক্ষকগণকে।
এর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রী চার " কিউ " কথা অর্থাৎ আই কিউ, ই কিউ, এস কিউ এবং টি কিউ ধারণা উন্মোচিত করেন। বুদ্ধিমত্তা, ভাবনার বিকাশের বৃদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। গুরু শিষ্য সম্পর্ক ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য। ভালো জীবনের জন্য ভালো গুরুর প্রয়োজন। রাষ্ট্র নির্মাণে গুরুর ভূমিকা অপরিসীম।
নতুন শিক্ষানীতি প্রশংসা করতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, জ্ঞানের দিক থেকে দেশ মহাশক্তিধর হয়ে উঠবে। এদিন নিজের ভাষণের শুরুতেই প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, এপিজে আবদুল কালাম, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেন। তার মতে এই ব্যক্তিত্বরা সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসেও উৎকৃষ্টতা নিয়ে কোনরকমে সমঝোতা করেননি।

কঙ্গনার টুইট নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ শিবসেনার

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): নিজের টুইটার হ্যান্ডেল নিজেরই ব্যবহার করা উচিত। বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতকে কটাক্ষ করে এই কথা বলেছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। এখানেই না থেমে সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, নিজের টুইটার হ্যান্ডেল চালানোর দায়িত্ব কোন রাজনৈতিক দলকে দিয়েছেন অভিনেত্রী। সেই কারণে এই বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কঙ্গনার বিতর্কিত টুইটকে ঘিরে শিবসেনার মহিলা কর্মীরা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গিয়েছে।
শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলীয় অবস্থানকে স্পষ্ট করে শিবসেনা মুখপাত্র জানিয়েছেন, কঙ্গনা সম্ভবত আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত নন। তিনি হয়তো মারাঠি ভাষাটাই বোঝেন না।সব কিছু বুঝলে এই ধরনের কথা কখনোই বলতেন না কঙ্গনা।অভিনেত্রীর সঙ্গে শিবসেনার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।আমাদের ভূমিকা গোটা মহারাষ্ট্র সমর্থন করেছে। শিবসেনা মহিলা কর্মীরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ৯ সেপ্টেম্বর মুম্বই বিমানবন্দরে কঙ্গনাকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে অতি সম্প্রতি মুম্বই এবং মুম্বই পুলিশকে নিয়ে বিতর্কিত বয়ান দিয়ে টুইট করেন কঙ্গনা। এরপরে চূড়ান্ত বিরোধ বাধে অভিনেত্রীর সঙ্গে শিবসেনার।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শনিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১৮ জন মহিলাসহ ৪৭ জন কৃতী শিক্ষকদের হাতে "রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কার" তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই প্রথমবার এই ধরনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হল করোনার কারণে।ভারতের স্কুল শিক্ষাদানের স্তর উন্নীত করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পাশাপাশি সেরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান তিনি।
পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৪০ শতাংশই শিক্ষিকা।করোনা সংকটকালে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের ভূমিকার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর জেরে গোটা বিশ্বের স্কুল কলেজের পঠন-পাঠনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এমন পরিস্থিতিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচিত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বহুলাংশে করা।এই সম্পর্কে নিজেদের আরও উন্নত করতে হবে সারস্বত চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের। অনলাইনে শিক্ষাদানে পড়ুয়াদের আরো উৎসাহিত করে তুলতে অভিভাবকদের ভূমিকা অপরিসীম বলে মনে করেন রাষ্ট্রপতি।তার মতে অভিবাবকদের উচিত পড়ুয়াদের উৎসাহিত করে তোলা।

পানামা জাহাজের আগুন নেভাতে সক্ষম হল ভারত

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শ্রীলংকার উপকূল থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে পানামার পণ্যবাহী জাহাজ এমটি নিউ ডায়মন্ড এর আগুন নেভাতে সক্ষম হল ভারতীয় নৌ সেনা এবং উপকূলবর্তী বাহিনী। জাহাজের ২২ জন নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।জাহাজের মধ্যে ঘটা বিস্ফোরণের জেরে এক জন নাবিক গুরুতর আহত হয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে ওই নাবিকের মৃত্যু ঘটেছে।
কুয়েত থেকে ২৭০০০০ টন অপরিশোধিত তেল নিয়ে ভারতের পারাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল জাহাজটি। ৩ সেপ্টেম্বর শ্রীলংকার উপকূল থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থানের সময় জাহাজের ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটে।আগুন নেভানোর জন্য ছুটে আসে শ্রীলংকার নৌ বাহিনী এবং বায়ুসেনা।আগুন নেভাতে ব্যর্থ হওয়ায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভারত। ভারতীয় নৌ বাহিনী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়ে। অবশেষে তারা আগুন নেভাতে সাফল্য অর্জন করে।জাহাজের ২২ জন নাবিক এরমধ্যে চারজন গ্রিক এবং ১৮ জন ফিলিপিন্সের। তেল সমুদ্রের জলে যাতে না মিশে যেতে পারে তারও ব্যবস্থা করে ভারত।

সুশান্তের আবাসনে অপরাধের দৃশ্য পুনর্নির্মাণ সিবিআইয়ের

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বলিউডের প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে সিবিআই তদন্ত ১৬ দিনে পড়ল। শনিবার এইমসের চিকিৎসকদের নিয়ে প্রয়াত অভিনেতার বান্দ্রার আবাসনে গিয়ে ক্রাইমসিন অ্যাক্ট করে দেখানো হলো। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা মিতু সিং, রুমমেট সির্দাথ পিটানি, পরিচারক নীরজ এবং কেশব।
এর আগে ডিআরডিও গেস্ট হাউসে সুশান্তের বোন মিতু সিং এবং পরিচারকদের ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এর পরেই তাদেরকে নিয়ে সুশান্তের আবাসনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সিবিআইয়ের দল। ১৪ জুন আবাসনের ফ্ল্যাটে কি হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতে ক্রাইমসিন অ্যাক্ট করা হয়। এরপরে প্রয়াত অভিনেতার আবাসনের আশেপাশে তদন্ত প্রক্রিয়ার চালায় সিবিআই আধিকারিকেরা।পরে ফের ডিআরডিও গেস্ট হাউসে গিয়ে সুশান্তের বোন মিতু সিং এবং বন্ধু সিদ্ধার্ত পিটানিকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তদন্ত এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে মিতু সিং ১২ জুন পর্যন্ত সুশান্তের আবাসনে ছিল। সিবিআই তখন জানতে চায় ওই সময়ের মধ্যে অভিনেতার আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন কিনা। গোটা ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

ম্যানেজারের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লুট ২৫ লক্ষ, আতঙ্ক বারুইপুরে

বারুইপুর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষী ও ম্যানেজারের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার চম্পাহাটির একটি রাস্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কে। অভিযোগ, ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে ডাকাত দল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু, এসডিপিও বারুইপুর অভিষেক মজুমদার ও আই সি বারুইপুর দেবকুমার রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পাঁচ সশস্ত্র ডাকাত মুখে মাস্ক বেধে ব্যাঙ্কে ঢোকে। প্রত্যেকের মুখ কালো মাস্ক দিয়ে ঢাকা ছিল। ব্যাঙ্কের মধ্যে আচমকা ধুকেই নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক ছিনিয়ে নেয় তারা। এরপর বন্দুক উঁচিয়ে ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মীদের একপাশে করে ম্যানেজারের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে লুটপাট শুরু করে। ব্যাঙ্কের ভিতরে তখন ছয়জন কর্মী মজুত ছিলেন। সকলের মোবাইল ফোন ও কেঁড়ে নেয় তারা। এরপর ভোল্টের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে লুটপাট শুরু হয়। মাত্র ১৫ মিনিটেই কাজ হাসিল করে চম্পট দেবার আগে ব্যাঙ্কের শাটার নামিয়ে দেয় ডাকাতদল। ম্যানেজারের ঘরের সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক ও গায়েব করে তারা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর ও সোনারপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। দুষ্কৃতীদের ধরার জন্য নাকা তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপার রশিদ মুনির খান বলেন, " পাঁচ জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল। তারা ২৫ লক্ষ টাকা লুট করেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। দ্রুত তাদেরকে ধরে ফেলা হবে।'

কুপওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারার বার্নাও এলাকার দানা বহকের জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে।জানা গিয়েছে দুই থেকে তিনজন জঙ্গিকে ইতিমধ্যেই ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা।এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও প্রকারের খবর পাওয়া যায়নি।গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে দানা বহকের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। যৌথভাবে অভিযান চালায় সেনা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন, সিআরপিএফের জওয়ানরা।গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে চলে তল্লাসি অভিযান।এলাকায় ঢোকা এবং বেরোনোর পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। টহলরত জওয়ানদের দেড় লক্ষ করে অতর্কিত গুলি চালায় জঙ্গিরা। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল লড়াই। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গুলির লড়াই এখনো চলছে বলে জানা গিয়েছে।পুরো এলাকাজুড়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ফের তিন হাজারের গণ্ডি পেরল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা, ৫সেপ্টেম্বর(হি.স): প্রায় সপ্তাহ খানেক পর ফের একবার রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার পেরোলো। শনিবার একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০৪২ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩২৮৪জন। এদিন সুস্থতার হার তাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪.৮৬শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৮ জন।এই পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৫১০জনের।অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩,৩৯০ জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৭৭হাজার ৭০১জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৫০হাজার ৮০১জন।
গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪৮ জন। পাশাপাশি ওই ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৭৭জন। কলকাতায় একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। তবে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমণ ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই জেলায় এক দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫৯। যেখানে সুস্থ হয়েছেন ৪৭৩ জন।এদিনের রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই। যদিও এদিন নমুনা পরীক্ষাও হয়েছে সর্বাধিক। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৫হাজার ৭৮১টি। পরীক্ষিত নমুনার
ছয়ের পাতায়

শিক্ষক দিবসের পুণ্যলগ্নে অসমের ৩৬ জন কৃতী শিক্ষককে রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত করেছে সরকার

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আদর্শ শিক্ষক, দার্শনিক, প্রখ্যাত লেখক, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর। দেশের মহান এই ব্যক্তিত্বের জন্মদিনকে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে হিসেবে পালন করা হয়। এ বছর প্রয়াত রাধাকৃষ্ণণের ১৩৩ তম জন্মদিন।
এবারের শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে অসমের ৩৬ জন কৃতী শিক্ষককে তাঁদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অভিনব ও উৎকৃষ্ট সেবা প্রদানের জন্য শনিবার রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত করেছে সরকার। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মনোনীত ৩৬ জন শিক্ষকের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।।
রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষকদের অগ্রণী সেবামূলক কাজে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। ৩৬ জন শিক্ষককে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি শোণিতপুরের মিসামারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ কনকচন্দ্র বরদলৈকে রাজ্য শিক্ষক দিবস ২০২০-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়ছে। তিনি শিলঙের নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি (নেহু) নামের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর দরং মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মিসামারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ১৯৯৩ সালে বিষয় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। এই স্কুলে ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে আসছেন বরদলৈ।
একইভাবে দেওমরন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ অক্ষয় কুমার নাথ এবং দরং জেলার শান্তিপুখুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন্দ্র রায়কে ২০২০ সালের রাজ্য শিক্ষকের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণণ স্মরণে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর জন্মদিন উপলক্ষে গোটা ভারতজুড়ে শনিবার শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি ভবনের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রাধাকৃষ্ণণ এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ভারতের জ্ঞানের পরম্পরায় বিদ্বান ছিলেন তিনি। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

শিক্ষক দিবসে চাঁচলে ৩৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেওয়া হল সংবর্ধনা

সামসী, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদার চাঁচল-১ ও ২ ব্লকের ৩৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষক দিবসে সংবর্ধনা দেওয়া হল। মালদা জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম রফিকুল হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এদিন শিক্ষক দিবসে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্মারক, বই, কলম, মিষ্টির প্যাকেট, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
চাঁচল-১ ও ২ ব্লকের যেসব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- কলিগ্রাম গার্লস হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা চ্যাটার্জি, সদরপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক প্রণবকুমার দাস, থাহাঘাটি হাইমাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক নজরুল ইসলাম, শীতলপুর মোবারকপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ইদ্রিস আলি, কান্ডারণ প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সংকল্প দাস প্রমুখ।

শিক্ষাকে সুগম করে তুলতে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিহার্য : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শিক্ষাকে রুচিশীল, সুগম এবং সহজলভ্য করে তোলার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে শিক্ষকদের বলে জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।শনিবার করা নিজের ফেসবুক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, মহামারীর সময় প্রযুক্তিতে ব্যবহার করে অনলাইনে শিক্ষাদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নিজের ফেসবুক পোস্টে দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, জীবনভর শিখে চলা উচিত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে হবে।গুরুজনদের কাছ থেকে শিক্ষা দানের পাশাপাশি বাড়ির পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন
ছয়ের পাতায়

৮ দিনের জন্য বন্ধ খড়গপুর আইআইটি

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা সংক্রমণের জেরে খড়গপুর আইআইটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।শনিবার আইআইটি-র পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ক্যাম্পাস। এই ৮ দিন ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢোকা বা ক্যাম্পাস থেকে বাইরে বেরোনো যাবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দিন কয়েক আগে খড়গপুর আইআইটি-র বেশ কয়েকজন পড়ুয়ার ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। এই আবহে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। তাই একরকম লকডাউন ঘোষণা করেছে তারা।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্যাম্পাস বন্ধ থাকাকালীন প্রশাসনিক, পঠন-পাঠন সংক্রান্ত সব কাজ বাড়িতে বসেই করতে হবে। এই সময় অধ্যাপক, পড়ুয়া, কর্মীরাও ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবেন না। খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি স্কুল আছে। বন্ধ থাকবে সেই স্কুলের সব রকম কাজও।

শনিবার জাতীয় শিক্ষানীতি আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্ট

এখন গরম। এই গরমে ত্বক একটু বেশি রকম সমস্যার জর্জরিত হয়। সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে অতিরিক্ত তেল নির্গত হতে থাকায় ত্বক তেলতেলে হয়ে যায়। তার ওপর ঘামের প্রভাব ত্বককে নাজেহাল করে দেয়। ব্রণ সুষ্টি হয়। এর সহেগ অ্যাকনে র‍্যাসেড দাপট তো আছেই। এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্টের, তার জন্য যে ট্রিটমেন্টটি উপযুক্ত তার নাম টারম্যানরিক জেল ফেসিয়াল বা ট্রিটমেন্ট। এই ট্রিটমেন্ট করানোর আগে হলুদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। হলুদের ব্যবহার রূপচর্চা বা ওষুধ হিসাবে আমাদের দেশেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি কেটি ভেষজ উপদান। হলুদ আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের উৎস। হলুদে আছে ভিটামিন বি, ফাইবার এবং পটাশিয়াম। সাধারণ টাকাছেঁড়ায় লহুদ অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক বা যাদের ত্বকে অ্যালার্জির প্রকোপ বেশি তা কমাতে এবং নতুন কোষ গঠনেও হলুদ উপকারী। এটি ত্বকের দাগ দূর করে। ত্বকের ট্যানও নির্মুল করে।এই চারম্যারিক জেল ফেসিয়ালের উপকারিতা অনেক। এটি তৈলাক্ত ত্বকের পক্ষে উপকারী। এই ম্যাসাজ জেলটি তৈলাক্ত ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করার দন্য খুব উপযোগী, ব্রণ নির্মুল করতে সাহায্য করে। এই প্রাকৃতিক ভেষজ পর্দাথ যাথা টিট্রি অয়েল, অ্যালোভেপরা জুস ও টারাম্যারিক কবা হলুদের নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ায়া ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল বানায়।

এই ফেসিয়ালটি বেশ কয়েকটি ধাপে হয়। ক্লনজিং, এক্সফোলিয়েশন, নারিশিং, ম্যাসাজ ওবং প্রোটেক্ট প্যাক ঢগানোর মাধ্যমে করা হয়।

প্রথম ধাপে ঠান্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছে লেমন ক্লিনজার দিয়ে দু'মিনিট কহালকা ম্যাসাজ করে ময়লা তুলে ফেলা হয়। এই লেমন ক্লিজারটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপযুক্ত। এই তেল নিয়ন্ত্রণকারী ক্লিনজারি ভেষজ উপাদান যথা লেমন নির্যাস, পুদিনা নির্যাস, নিম নির্যাস ও ভিটামিন, সি-তে সমৃদ্ধ। এরপর তোয়োলে দিয়ে মুখে মুছে নিম স্কারাবার ব্যবহার করা হয়। এটি নিম নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ার তৈলাক্ত ও সেনসেটিভ ত্বকের পক্ষে খুব উপযোগী। তাছাড়া এটি খুব মসৃণ দানা যুক্ত হওয়ায় তৈলাক্ত ও ক্ষতুযুক্ত ত্বকে ব্যবহার কার হয়। এই নিম স্ক্রাবার দিয়ে দু'মিনিটে হালকা ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই এক্সফোলিয়নের মাধ্যমে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। ত্বক দ্বাগমুক্ত হয়। ত্বক মোলায়েম করার জন্য না ঘষে মর্নিং মিস্ট লোশন লাগনো হয় আলতোভাবে। তারপর টারাম্যারিক ম্যাসাজ জেল দিয়ে মুখেথর ও ঘাড়ের সঠিক প্রেশার পয়েন্টের মাধ্যমে লিম্ফোটিকক ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ক্রিমটি টিট্রি অয়েল ও হলুদের গুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় ত্বককে নগরং ও তরুণ করে কোলে। লিম্ফোটিক ম্যাসাজের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত বর্জ্যপদার্থ বের করে জি টক্সিফাই করা হয়। পাঁচ-ছয় মিনিট হাতে এই ম্যাসাজ দেওয়ার পর ওজোন মেশিন চালানো হয়।

যাতে এই ক্রিমটি ত্বকের ডারমিস স্তরে পৌঁছায় ও ত্বকের সুপার ফেসিয়াল ডেড সেলগুলিকে রিমুভ করে।ত্বকের ভিতরে বর্জ্যপদার্থ বের হতে সাহায্য করে এবং ব্রণ থাকলে সেখানে ইনফেকশন ফ্রি জোন তৈরি করে। ত্বক জীবাণউমুক্ত করে । এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ মুছে ফেলা হয়।

এবার টি ট্রি গ্লো লাগানোর পালা। এই প্যাকটিতে নিহিত বেষজ উপাদান আলট্রায়োলেট রশ্মি ও পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাব ত্বকের ওপর পড়তে দেয় না। এবং অতিরিক্ত তেলের জন্য যে ব্রণ তা থেকে ত্বককে গভীরে গিয়ে জমে যাওয়া মৃত কোষগুলিকে সাফ করে দেয়। ত্বকের ময়েশ্চার ও অয়েলের সমতা বজায় রাখে। মুখ গলা ও ঘাড়ে মোটা করে প্যাকটি লাগিয়ে ২০- ৩০ মিনিট পর শুকিয়ে গেলে জল স্প্রে করে হালকাভাবে একটু ম্যাসাজ দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

হলুদের গুণ সম-দ্ধ টারাম্যারিক জেল ফেসিয়ালটি তৈলাক্ত ত্বক বা ব্রণর জন্য উপকারী হলেও এই গরমে যাঁদের শুষ্ক ত্বক তাঁরা এই ফেশিয়ালটি অর্থাৎ কুলিং ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। তংাদের ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যালেভেরা যুক্ত ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম বা ক্যারট ক্রিম মিশিএয় লিণে'াটিক ম্যাসাজ দিতে হবে।

এর পরে গ্যালভানিক মেশিন চালাতে হবে। এতে রোদের কালো ছোপ এবং ট্যান দূর হয়ে ত্বকের গ্লো ফিরে আসবে। এই অ্যাপেল জুস, লেমন জুস, টম্যাটো জুস ও পুদিনা পাতার রসসমৃদ্ধ যা ত্বকের ভাব দূর করে। ত্বককে টানটান রাখে। এটি পরিবেশের দূষণজনিকত ও ক্ষতিকারক প্রভাবে থেকে ত্বককে রক্ষা করে। সবচেশেষে সামারকুল জেল ও সানস্কিত্রন মিসিয়ে মুখে মাখতে হবে।

এই ট্রিটমেন্টে গরমে ঝলসে যাওয়া ত্বক, কালো ছোপযুক্ত ত্বকের সমস্যা দূর হয়। হিট র‍্যাশ, আকনে ত্বহক থেকে নির্মূল হয়। ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী ৩/৪ টি সিটিং নেওয়া প্রয়োজন।

ঘরোয়াভাবে ও হলুদ দিয়ে আপনি রূপচর্চা করতে পারেন। তাতেও তাঁদের ত্বকে দু'চামচ আঙুরের রস ও কাঁচা হলুদ বাটা ও গোলাপ জল মিশিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে ঠান্ডা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে টোনার লাগানো ব্রণ পিম্পল চলে যাবে। বলিরেখার জন্য হলুদের গুঁড়ো, দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে চোখের চারপাশে ও বলিরেখা যুক্ত জায়গায় লাগিয়ে দশ- পনেরো মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। বেসন, চালের গুঁড়ো দই বা দুধ পাতিলেবুর রস, কাঁচা হলুদ মিসিয়ে স্ত্রার তৈরি করে সপ্তাহে তিন দিন করে লাগালে ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়। কাঁচা হলুদ বাটা নিয়মিত ব্যবহার করলে ও মাখলে ত্বক রোদে কম পোড়ে এবং কালো হওয়াডসম্ভাবনা কম থাকে। ম্যাসাজের জন্য দুধের সর, মধু ও কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা যেতে পারে। হলুদ শুধু রূপচর্চায় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে কাজে লাগে। অ্যাজমা থেকে শুরুর করে ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধিতেও হলুদ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। অধিকাংশয রান্নায় হলুদ ব্যবহৃত হওয়ায় খাবার জীবাণুমুক্ত হয়।

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী রীনা আগরওয়াল। সূত্রের খবর, ক্যেয়া হাল মিস্টার পঞ্চাল'র শ্যুট চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে জখম হন তিনি। শ্যুটিংয়ের দৃশ্যটি ছিল কুকুরের সঙ্গেই। শ্যুট চলতে চলতে হঠাৎই কুকুরটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, এবং রীনার মুখে কামড় বসায়। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাঁকে।

হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয়েছে তাঁর মুখে। ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যেহেতু মুখে চোট পেয়েছেন আর স্টিচও রয়েছে তাই তাঁকে কমপক্ষে এক মাসের জন্য বেডরেস্টে থাকতে হবে।

'ক্যেয় হাল মিস্টার পঞ্চাল' সিরিয়ালের ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত শোনা যায়, রীণার চোট গুরুতর। কুকুরটি তার ঠিক ডান চোখের নীচে দাঁত বসিয়েছে। কোকিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে প্রায় পাঁচটা ইজেকশন দেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজন পরলে আরও কয়েকটি দিতে হবে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আঘাতটি ঠিক হতে কুড়ি তিরিশ দিন সময় লাগবেই।

গরমে রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করেঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করেঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায়ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।, স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করেঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করেঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায়ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধুঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় ।এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

গরমে জ্বর ও টাইফয়েড প্রকোপ বাড়ে

এই ঋতুতে একটু সাবধানতা অবলম্বন না করলেই সমস্যা। এই সময় জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ভয়ংকর ভাবে বেড়ে যায়। টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরার প্রকোপে আমাদের জীবন জেরবার হয়ে পড়ে। এবার আমি টাইফয়েড নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এই রোগটি বাংলার মানুষজনকে বহুদিন ধরে ভোগাচ্ছে।

যেসময় অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, সেই আমলে এই রোগটি ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তখন মানুষজন হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করিয়ে এই টাইফয়েডের মারাত্মক ছোবল থেকে রেহাই পেতেন। এরপর এল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। ফলে চিত্রটা বহুলাংশেই পাল্টে গেল। তা সত্ত্বেও টাইফয়েডের আক্রমণ থেকে সদ্য রেহাই পেয়েছেন এমন বহু মানুষকে বলতে শোনা যেত— রোগ তো সেরেছে কিন্তু হজমের বারোটা বেজে গেছে। কেউ কেউ চুল উঠে যাচ্ছে, কেউবা কানে কম শুনছেন বা স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে বলে অভিযোগ করতেন।

টাইফয়েডের পুরনো ওষুধ ক্লোরাম ফেনিকল এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না। তবে কোনো কোনো চিকিৎসক এখনো এই ওষুধটি দেন, তারা পছন্দ করেন। কিন্তু ক্লোরাম ফেনিকাল:- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাইফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাইফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে।

টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। এবং সেখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নানা কান্ডকারখানা ঘটায়। অবশেষে যা হওয়ার তাই হয়। পাকস্থলীর ওই অংশের লিমপ্যাটিককে আক্রমণ করে ঘা তৈরি করে। বহুক্ষেত্রে রুগির পাকস্থলী পাতলা ফিনফিনে হয়ে যায়। আগেকার দিনের চিকিৎসকরা এজন্য রোগীদের হালকা সহজপাচ্য খাওয়ার খেতে বলতেন। শক্ত কিছু লাগলে তো ওই অংশটা ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উন্নত অ্যান্টিবায়োটিক এসে যাওয়ার দরুণ বর্তমান চিকিৎসকরা এখন সব ধরনের খাওয়ারই খেতে বলেন। আমি কিন্তু এখনো হালকা সহজপাচ্য খাওয়ারই খেতে বলি।

হোমিওপ্যাথিতে টাইফয়েডের অনেক ভালো ওষুধ আছে। আমাদের শাস্ত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়। আমরা সেই বিষকেই প্রয়োগ করি যা সেটা তৈরি করতে পারে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে যখন সেই বিষটি প্রয়োগ করা হয় তখন সেটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে চমৎকার ভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে অসুখটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

হোমিওপ্যাথিতে ব্যাপটিসিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ। রোগীর মুখে,প্রস্রাব ও মলে প্রস্রাব দুর্গন্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নমাত্রায় ব্যাপটিসিয়া ৩ এক্স বা ৬ বারে বারে প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। প্রবল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেও রোগীর জ্বর কমান যাচ্ছে না। এই ওষুধটি ব্যবহার করার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তার জ্বর কমে যেতেও দেখেছি। আগেকার দিনে টাইফয়েড বা এন্টারিক ফিভার হয়েছে কি না বুঝতে বেশ কিছুদিন সময় লাগত। এখন তো সে সমস্যা নেই। কী হয়েছে সেই ফলটা খুব দ্রুত জানা যায়। আমরা যদিও রোগীর লক্ষণ দেখে ওষুধ দিই। তবুও এই দ্রুতরোগ নির্ণয় করাটা আমাদের সবার পক্ষেই শুভ হয়েছে।

টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আর একটি চমৎকার ওষুধ হল টাইপয়েডিনাম। টাইফয়েড থেকে তৈরি এই ওষুধটি খুবই অদ্ভুত কাজ করে। এটি শুধু অসুস্থ অবস্থায় নয়। টাইফয়েড জনিত যেসব সমস্যায় রোগী আক্রান্ত হন তা নির্মূল করতেও এটি প্রয়োগ করা হয়। একবার বিখ্যাত এক চিকিৎসক ডাঃ দুবে আমাকে একটা ঘটনা বলেছিলেন— একটি বাচ্চা ভীষণভাবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। তার গায়ের কাছে গেলেই সে প্রায় আঁতকে উঠে বলছিল তোমরা কাছে এস না, আমার শরীরে প্রবল ব্যথা। দুবে ছেলেটির রোগলক্ষণ দেখে আর্নিকা খেতে দেন। এই ওষুধটি খাওয়ার পর তার জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ ধীরে ধীরে চলে গেল।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব মুক্তমনে করতে হয়।

টাইফয়েডের ওষুধ কেবলমাত্র ক্লোরাম ফেনিকল ভেবে চিকিৎসা করলে চলবে না। এ টু জেড সব ওষুধই এক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে আসতে পারে।

টাইফয়েডিনাম যেমন আসতে পারে তেমনিই আর্নিকা, ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের কমন ওষুধ ব্যাপটিসিয়া, ব্রায়োনিয়া, হিপারসলেফ, বেলেডানা ঘুরে ফিরে আসে। এতে জ্বরও অন্যান্য উপসর্গ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। রোগীর মাথা ভার, গলা ধরে আছে। গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুলে ঘাম হচ্ছে। কিন্তু চাপা সরালেই ঠান্ডা লাগছে, শীত করছে। ঘাম হচ্ছে অথচ জ্বর সারছে না— এক্ষেত্রে হিপারসালফ দারুণ কাজ করবে। টাইফয়েডের কারণে যাদের চুল উঠে যায় তাদের ক্ষেত্রে সালফার, থ্যালাসিয়াম, ফসফরাস দারুণ কাজ দেয়।

তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। টাইফয়েডের পর বহুক্ষেত্রে তোতলামি আসতে দেখেছি। এক্ষেত্রে টাইফয়েডিনাম দারুণ কাজ করে।তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন— টাইফয়েড ভালো হয়ে গেছে বলে লাফালাফি করার দরকার নেই। সেরে যাওয়ার পরও অবশ্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা দরকার। এসময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণই নেমে যায়। এই সমস্ত সমাধান আমাদের ওষুধ ছাড়া কিছুতেই হবে না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। পোস্ট টাইফয়েডের ক্ষেত্রে রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। তার দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সালফার ওষুধটি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো খেতে হবে। তা নাহলে রোগটি পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

শনিবার আগরতলা চেকপোস্টে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে শিক্ষানীতির বিরোধিতায় শনিবার ধিক্কার দিবস পালনের ডাক শিক্ষক সংগঠনের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর সল্টলেকের বিকাশ ভবনে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান হবে। থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। করোনার সতর্কতা মেনে জমায়েত না করে এই অনুষ্ঠান হবে ভারচুয়াল। জেলাশাসকদের দফতর থেকে এবার প্রথম শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রদান করা হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ছাত্র-শিক্ষকের মেলবন্ধনও হবে ভারচুয়াল মাধ্যমে। অন্যদিকে এই দিনটিকেই রাজ্য এবং কেন্দ্রের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দিন হিসেবে বেছে নিচ্ছে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন।

সর্বভারতীয় বেতন কাঠামোর দাবিতে বহুদিন ধরে আন্দোলন করছেন রাজ্যের স্নাতক (গ্র্যাজুয়েট) শিক্ষকরা। কলকাতা হাই কোর্টে এ নিয়ে মামলাও হয়েছে। বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিটিএ)-এর সাধারণ সম্পাদক সৌরেন ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, "স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের সঙ্গে সর্বভারতীয় বেতন কাঠামোর তফাৎ নেই। অথচ স্নাতক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে বৈষম্য চলছে। আমরা কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলাম। আদালত এই বৈষম্য দূর করার নির্দেশ দিলেও স্কুলশিক্ষা দফতর বিষয়টিতে নীরব। শিক্ষক দিবসে লক্ষ লক্ষ স্নাতক শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমে নিন্দায় সরব হবেন।" স্নাতক শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষক নেতা রত্নদ্বীপ সামন্ত দিনটিকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'ধিক্কার দিবস' হিসেবে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

অধ্যাপকদের সংগঠন 'কুটাব' শিক্ষক দিবসের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ দিবস' কর্মসূচি পালন করবে। এই কর্মসূচিতে শিক্ষামন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ করেছে এই অধ্যাপক সংগঠন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ জানিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় সরকার যে জনস্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে তার প্রতিবাদ করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ আংশিক সময়ের ও অতিথি অধ্যাপকদের সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা নেই। উলটে শিক্ষকদের কাজের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কেন্দ্রের শিক্ষানীতি ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী তথা সামগ্রিক শিক্ষা স্বার্থের পরিপন্থী। এই কারণে আমরা দিনটিকে প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন করব।" কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ গরিব ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেবে বলে দাবি করেছে কুটাব।

অন্যদিকে পার্শ শিক্ষকদের ঐক্য মঞ্চ শিক্ষক দিবসে ভারচুয়াল প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান করেছে। পার্শ শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের তরফে ভগীরথ ঘোষ জানিয়েছেন, "শিক্ষক দিবসে পার্শশিক্ষকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হবেন। আমরা রাজ্য সরকারের উদ্দেশে লিখব, প্রতিশ্রুতি পালন করুন, পার্শশিক্ষকদের মৃত্যু-মিছিল বন্ধ করুন।'

অ্যাডভাইজারি লঙ্ঘন করার অপরাধে শহরের ছয় বেসরকারি হাসপাতালের কাছে জবাব চাইল কমিশন

কলকাতা, ৫সেপ্টেম্বর(হি. স.): স্বাস্থ্য কমিশনের অ্যাডভাইজরি মেনে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত খরচের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এই অভিযোগের জবাব জানতে চেয়ে ৬ টি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল কমিশন। অ্যাপোলো, আনন্দপুর ফর্টিস, রুবি, আমরি মুকুন্দপুর, সিএমআরআই এবং ডিসান হাসপাতালকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

গত ২২ আগস্ট ১৫ নম্বর অ্যাডভাইজরির মাধ্যমে রাজ্যের সব কটি বেসরকারি হাসপাতালকে চিকিৎসা পরিষেবার প্রতিটি বিভাগে কত খরচ সেটা রোগীর পরিজনদের জানাতে হাসপাতাল চত্বরে ডিসপ্লে-বোর্ড টাঙানোর কথা বলা হয়েছিল।অ্যাডভাইজরি অনুযায়ী, হাসপাতালের রিসেপশন, ক্যাশ কাউন্টার এবং ঢোকার মুখে সেই ডিসপ্লে-বোর্ড যেন রোগীর পরিজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২০১৭ সালের ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইনেও সেই কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার অ্যাপোলো, আনন্দপুর ফর্টিস, রুবি, আমরি মুকুন্দপুর, সিএমআরআই এবং ডিসান হাসপাতালের ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর অ্যাডভাইজরি লঙ্ঘন ধরা পড়ে। ওই ৬ টি হাসপাতালের কাছেই এদিন কমিশন ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য বলেছে।

এদিকে, আর এন টেগোর ও মেডিকাও নতুন অ্যাডভাইজরির নিয়ম মেনে খরচের তালিকা ডিসপ্লে বোর্ডে দেয়নি। ফলে সেক্ষেত্রেও চিকিৎসা-সংক্রান্ত খরচের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। তাই রোগীর পরিজনদের কাছে তা অধরাই থেকে গিয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৫ নম্বর অ্যাডভাইজরি মানা হচ্ছে না জানতে পেরে দ্বিতীয়বার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল কমিশন।

ইস্টবেঙ্গলের নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইস্টবেঙ্গলের নির্বাচন আয়োজন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর। ওই দিন বসবে ক্লাবের বার্ষিক সাধারন সভা। ইনভেস্টর পেয়ে যাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলে এখন বসন্ত। লাল হলুদেও পুজোর আগমনী।

ক্লাবের বর্তমান কর্মসমিতির মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্যে এতদিন বার্ষিক সাধারন সভা ডাকা যায়নি। শুক্রবার কর্মসমিতির বৈঠকে বার্ষিক সাধারণ সভার দিন নির্ধারিত হল। ২৭ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কী করে নির্বাচন আয়োজন করা হবে। আয় ব্যয়ের হিসেব পেশ হবে। ১০০ জনের উপস্থিতিতে হবে এ জি এম। এদিকে, শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। দুধ সাদা কাশফুল। করোনা আবহে পুজো পুজো গন্ধ। ক্লাবের সুসময় চলছে। আইএসএল খেলার জন্য এফএসডিএলের কাছে আবেদন করল ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, আমরা আইএসএল খেলার জন্য প্রস্তুত। আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক। ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই এফএসডিএল এর কাছে আইএসএল খেলার আবেদন করছি। আশা করি আমাদের খেলতে দিতে আর কোনও সমস্যা হবে না।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁদের হারা ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছিলেন। বলেছিলেন, ইস্টবেঙ্গল আশাকরি এবার আইএসএল খেলবে। সমর্থকরা এবার খুশি। তাঁর সঙ্গে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির আন্তরিকতার কথাও বলতে হবে।

আইএসএলে নতুন দল নিতে বিড ওপেন করল এফএসডিএল। সংস্থাটির পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে দিল্লি, লুধিয়ানা, আমেদাবাদ, কলকাতা, শিলিগুড়ি এবং ভোপাল — এই ছ'টি শহর থেকে একটি দলকে আইএসএলে নেওয়া হবে। এর থেকেই পরিষ্কার ইস্টবেঙ্গল খেলবে আই এস এল। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে বিড পেপার। এটাই এফএসডিএলের সরকারি ঘোষণা। যদিও বিড যে কেবল ইস্টবেঙ্গলের জন্যই খোলা হয়েছে, তা আর বুঝতে বাকি নেই কারও। অন্য কেউও তুলতে পারে। অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গলের আর কোনও সমস্যা রইল না। শীঘ্রই আইএসএলের পক্ষ থেকেও আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

লাহোরে রিকশায় ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির, মৃত্যু ৫ জন শ্রমিকের

লাহোর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের লাহোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল রিকশায় ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লাহোরের রাইউইন্ড রোডে। নিহতরা।প্রত্যেকেই মোটরসাইকেল রিকশার যাত্রী। নিহতদের নাম-শাহজাদ, জাহিদ আলি, মহম্মদ ফারুক, জারিয়াব এবং হাসনাইন।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার সকালে মোটরসাইকেল রিকশায় চেপে ফ্যাক্টরিতে কাজে যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। রাইউইন্ড রোডে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিকশায় ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের।

বেহাল কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আর্থিক বিপর্যয় এবং করোনা মহামারীর জেরে উদ্ভূত হওয়া বেহাল কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। দেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে কাজ তুলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।অজুহাত দিয়ে কাজ ছিনিয়ে নিতে তৎপর কেন্দ্র। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণ করার লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী।শনিবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, মোদী সরকারের সত্যতা হচ্ছে "মিনিমাম গভারমেন্ট ম্যাক্সিমাম প্রাইভেটাইজেশন"। করোনার অজুহাত দেখিয়ে সরকারি দফতরের স্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। নিজের বন্ধুদের আরো আর্থিক সাহায্য করে চলেছে। বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে সরকারি দফতরগুলিতে নিয়োগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের বেহাল কর্মসংস্থান নিয়ে এর আগেও নিন্দায় সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।

ব্রহ্মাণ্ডটাই শিক্ষক দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন যারা ক্রমাগত শিখতে আগ্রহী তাদের কাছে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই শিক্ষক।জীবনে নতুন কিছু শেখার লালসা থাকা চাই।

গোটা দেশজুড়ে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে এই বিষয়ে এক টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, যারা শিখতে চায় ক্রমাগত, তাদের কাছে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই শিক্ষক। সকলকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা।নতুন প্রজন্মকে জ্ঞানের মাধ্যমে পথ দেখানো ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা বিশেষ এই দিন সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও যেসব শিক্ষকরা নিজেদের কর্তব্যে অবিচল তাদের উৎসাহিত করে রাহুল গান্ধী নিজের বার্তায় লিখেছেন, দেশকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য যেসব শিক্ষকেরা নিরন্তন অবদান রেখে গিয়েছেন তাদেরকে জাতি সর্বদা মনে রাখবে। রাহুল গান্ধী ছাড়াও শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেনুগোপাল, কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব।

সপ্তাহ শেষে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে প্রবল বর্ষণে ভিজবে গোটা বাংলা। এমনটাই খবর আবহাওয়া দফতর সূত্রে। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী সপ্তাহের শুরুতে বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গেও। সোমবার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। উত্তরে ভারী বৃষ্টির মাঝে দক্ষিণেও রয়েছে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

মৌসুমি অক্ষরেখা বেশ অনেকটাই নিচের দিকে নেমে এসেছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে জেলাগুলির উপর ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করায়, মাঝে মধ্যেই বাংলার দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ওড়িশা থেকে বিহারের পর্যন্ত অক্ষরেখা এছাড়াও বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান গুজরাটে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর প্রভাবে বিহার ওড়িশা ছত্রিশগড় এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি তে দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা কর্ণাটক কেরালা মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে সঙ্গে আদ্রতা জনিত অস্বস্তি ভোগাবে।সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৫ ডিগ্রী গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৫ ডিগ্রী বাতাসে জলীয় বাষ্প ৯৪ শতাংশ।

কাছাড়ের কালাইনে পিএমএওয়াই স্কিমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত তিনটি ওয়ার্ডের গরিব মানুষ, প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

কালাইন (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার কালাইন ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীন কালিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি ওয়ার্ডের গরিব মানুষ পিএমএওয়াই স্কিমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রাক্তন বিডিও আবুল হুসেন এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত (জিপি) সচিব দেবব্রত দেবের গাফিলতির ফলস্বরূপ তিনটি ওয়ার্ডের অসংখ্য গরিব মানুষ সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন জিপির সভাপতি সহ ওয়ার্ড মেম্বাররা। তাঁরা এই জিপিতে পুনরায় জিয়োটেকের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) স্কিমের জিয়োটেকে কালাইনের কালিবাড়ি জিপির তিনটি ওয়ার্ডের গরিব মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকার অসংখ্য শ্রমিক ও পশ্চাদপদ বাঙালি গরিব অসহায় মানুষজন সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। গরিবের কল্যাণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সমগ্র কালিবাড়ি জিপির জনগণ ও নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য ও দোষারোপে সরগরম হয়ে উঠেছে কালাইনের কালিবাড়ি এলাকা। পাশাপাশি পুনরায় জিয়োটেকের জোরালো দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কাছে স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়েছিল পিএমএওয়াই স্কিমের গরিব সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুতকল্পে জিয়োটেক কর্মসূচি। তখন কালাইন ব্লকের বিডিও ছিলেন আবুল হুসেন। কালিবাড়ি জিপির সচিব পদে ছিলেন দেবব্রত দেব এবং জিআরএস আবিদা বেগম। পঞ্চায়েত কোঅর্ডিনেটর সুদীপ সিনহা ছিলেন কালিবাড়ি জিপিতে। ক্ষুব্ধ জনগণের অভিযোগ, জিআরএস আবিদা বেগমের দেখা পাওয়া যায়নি জিপি কার্যালয়ে। লাগাতার অনুপস্থিত জিআরএস। দু বছর আগে জিয়োটেকের সময়েও একইভাবে জিআরএস আবিদা বেগম নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেমালুম ভুলে গিয়ে জনৈক ভাড়াটে ব্যক্তিকে দিয়ে নিজের কাজ সামলাতেন, অভিযোগ জনতার। আবিদা বেগমের বাড়ি বদরপুর মিশন রোডে থাকার জন্য তিনি ২০/২৫ কিলোমিটার দূরত্বের কালিবাড়ি জিপিতে পা মাড়াতে চান না বলেও অভিযোগ। এ ব্যাপারে বারকয়েক বিডিও, জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদের সিইও-কে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি বলে জানান অভিযোগকারীরা।

পূর্বতন বিডিও আবুল হুসেন, সচিব দেবব্রত দেব ও জিআরএস আবিদা বেগমের চূড়ান্ত অবহেলার ফলে শুধু পিএমএওয়াই নয়, কৃষি ঋণ, বৃদ্ধভাতা, বিদ্যুৎ, উজ্জ্বলা যোজনার বিনামূল্যের রন্ধন গ্যাসের সংযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন অসংখ্য গরিব মানুষ। বর্তমানে উল্লিখিত তিনটি ওয়ার্ড বাদ দিয়ে ৮৫৪ জনের তালিকা এসেছে। জিপির ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে তিনটি ওয়ার্ড সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকার জন্য ক্ষোভের পারদ চড়ছে সমগ্র এলাকায়।

এদিকে, প্রাক্তন বিডিও আবুল হুসেন, কর্মস্থলে লাগাতার অনুপস্থিত জিআরএস আবিদা বেগম এবং প্রাক্তন সচিব দেবব্রত দেবদের চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা ও গাফিলতির দরুন বর্তমানে কালিবাড়ি জিপির ১, ২ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অসংখ্য গরিব মানুষের নাম পিএমএওয়াই জিয়োটেক তালিকায় অন্তর্ভুক্তি হয়নি বলে খেদ ব্যক্ত করেছেন জিপি সভাপতি কৃষ্ণসিং ছেত্রী।

সভাপতি কৃষ্ণসিং ছেত্রী বলেন, তৎকালীন অকর্মণ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ বিডিও আবুল হুসেনের খামখেয়ালিপনার জন্যই কালিবাড়ি জিপির তিনটি ওয়ার্ডের জনগণ পিএমএওয়াই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া জিআরএস আবিদা বেগমের জিপি অফিসে গরহাজিরের স্পর্শকাতর বিষয়টি দফায় দফায় ডিসি ও জেলা পরিষদের সিইওকে জানানোর পরও রহস্যজনক কারণে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণসিং ছেত্রী। সরকার চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার জনগণের সার্বিক বিকাশের জন্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করলেও নেহাৎ বিভাগীয় কিছুসংখ্যক অকর্মণ্য লোকের কারণে সে সবের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। জিপি সভাপতি কৃষ্ণসিং ছেত্রী পিএমএওয়াই তালিকায় বঞ্চিত তিনটি ওয়ার্ডে শীঘ্রই পুনরায় জিয়োটেক করানোর জোরালো দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও কাছাড়ের ডিসি কীর্তি জাল্লির আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন জিপি সভাপতি কৃষ্ণসিং ছেত্রী সহ পঞ্চায়েত মেম্বাররা। এদিকে, পিএমএওয়াই তালিকায়

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের ভাঙ্গা সীমান্তে কুশিয়ারা নদী থেকে বাংলাদেশে পাচারের পথে চারটি গরু উদ্ধার বিএসএফের

বদরপুর (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানার অধীনস্থ ভাঙ্গা সীমান্তে কুশিয়ারা নদী দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের পথে চারটি গরু উদ্ধার করেছেন বিএসএফের ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভাঙ্গা বিওপির 'এফ' কোম্পানির জওয়ানরা। শুক্রবার গভীর রাতে ভাঙ্গা বিওপি-এর জওয়ানরা নৌকা করে নদীতে অভিযান চালিয়ে গরু চারটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে গরু পাচারকারীরা গা ঢাকা দিয়েছে। উদ্ধারকৃত গরু চারটি বিএসএফের ভাঙ্গা চৌকিতে রাখা রয়েছে। গরু

ছয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৌসুমী অক্ষরেখা ক্রমশ উত্তরবঙ্গের দিকে সরছে। বর্তমানে এই অক্ষরেখা পাটনা থেকে বহরমপুর হয়ে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ অসমের উপর দিয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। শনিবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

রায়পুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ৮ জনের, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নবীনের

রায়পুর ও ভুবনেশ্বর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে বাসে চেপে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা, সুরাট যাওয়ার পথে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রায়পুরের চেরি খেদি এলাকায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ওড়িশার বাসিন্দা ৮ জন শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রায়পুরের এসএসপি অজয় যাদব জানিয়েছেন, শনিবার সকালে রায়পুরের চেরি খেদি এলাকায় বাস ও ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটিমগ্রস্ত বাসে কমপক্ষে ২০ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জন শ্রমিকের এবং আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। এসএসপি জানিয়েছেন, ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে বাসে চেপে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। ওড়িশার বাসিন্দা ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত সিংকে রায়পুরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মালদায় জাল নোট সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদার মধুঘাট এলাকা থেকে ফের জাল নোট সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ হানা দিয়ে তিন লক্ষ টাকার জাল নোট সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃত দু'জনকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ইংরেজবাজার থানার সাদা পোশাকের পুলিশ হানা দেয় মধুঘাট এলাকায়। সন্দেহজনকভাবে দু'জনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে

ছয়ের পাতায়

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। মৃতের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়ছে।দেশের করোনা অতিমারি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।

নিজের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে চিদম্বরম জানিয়েছেন সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে চিদম্বরমের দাবি বিশ্বের প্রতিটা দেশ যখন করোনার বিরুদ্ধে সাফল্য পাচ্ছে সেখানে ভারত কেন পিছিয়ে রয়েছে। শনিবার নিজের টুইট বার্তায় পি চিদম্বরম লিখেছেন, " আমি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম যে সেপ্টেম্বরের শেষে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।আমি ভুল বলেছিলাম।কারণ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ৫৫ লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। চলতি মাসের শেষের দিকে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৬৫ লাখের বেশি। লকডাউন নিয়ে ভাল রণনীতি তৈরি না করার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে চিদম্বরম জানিয়েছেন, লকডাউনের পর বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি যখন করোনা মোকাবিলা যথাসম্ভব সাফল্য পেয়েছে। সেখানে ভারতের এই ব্যর্থতার কারণ কি। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২১ দিনের মধ্যে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে ততো বোঝা যাচ্ছে যে ভারত একমাত্র দেশ হতে চলেছে যে লকডাউনের ফায়দা তুলতে পারেনি।

শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মীরা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করতে নির্দেশ যাচ্ছে সিপিএমের সর্বস্তরে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এখন থেকেই নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। দলীয় সদস্যদের সর্বস্তরে এই নির্দেশ পাঠানো শুরু করছে সিপিএম। একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পার্টিকে সাংগঠনিক ভাবে আরও সংহত করার কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। বুথভিত্তিক সংগঠনকে প্রস্তুত করতে হবে।

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভায় শুক্রবার সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পার্টির কর্মসূচির পর্যালোচনা হয়। রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র জানান, পার্টির কর্মতৎপরতা বেড়েছে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই দুঃসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন পার্টি ও গণসংগঠনের কর্মীরা। এই সভা হয় ভার্চুয়াল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমান বসু। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সভায় অংশ নেন। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পার্টির স্বাধীন উদ্যোগ, বামপন্থীদের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি এবং রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সমবেত করেই আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করতে হবে। রাজ্যে বিশেষ করে খাদ্য ও কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জমি তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সম্পাদক সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে সঠিক তথ্য ও প্রচার পৌঁছে দেবার কাজে আরও গুরুত্ব দেবার কথাও বলেন।

রাজ্য কমিটির সদস্যরা জানান, সাধারণ মানুষের জীবনে গুরুতর দুর্দশা নেমে এসেছে। মহামারীর প্রকোপ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা যেমন প্রকট হচ্ছে তেমনই কাজের আকাল দেখা দিয়েছে। জীবিকার সঙ্কট তীব্র হচ্ছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হচ্ছে। বিজেপি তার সুযোগ নিয়ে মেরুকরণের পথে হাঁটতে চাইছে। এই অবস্থায় পার্টির সাম্প্রতিক সময়ের কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সর্বভারতীয় প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে কর্মসূচিতে ভালো অংশের মানুষকে সমবেত করা গেছে। স্থানীয় স্তরে শাসক দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, মহামারী মোকাবিলায় ধনতন্ত্রের অক্ষমতা প্রকট হয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হচ্ছে। চীন বাদে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সঙ্কোচন হচ্ছে। ভারতে এই সঙ্কোচন বিরাট। এই পরিস্থিতিতে চার প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্বই তীব্রতর হচ্ছে। জনগণের বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলাই দুনিয়ার সব দেশের কমিউনিস্টদের কাজ।

আত্মনির্ভর ভারতের নামে আত্মসমর্পণের ভারত তৈরি করা হচ্ছে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ বেসরকারী হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারত হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের খেলার মাঠ। শ্রেণী আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে।

ইয়েচুরির অভিযোগ, এর সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীব্র করা হচ্ছে। সরকার সমস্ত ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করছে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। স্বাধীন বিচারবিভাগের বদলে সরকারের বিচারবিভাগ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সংসদ ডাকা হয়েছে অথচ প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে না। বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এবারের সংসদ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বিপজ্জনক কয়েকটি অর্ডিন্যান্স পাস করানোর জন্য। সংবিধানের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যই হল জনগণের সার্বভৌমত্ব। সেটিকেই নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে ইউএপিএ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। আরএসএস-র কর্মসূচিই হল সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু ধর্মাশ্রয়ী ফ্যাসিস্তসুলভ রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই তারা এগচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কীভাবে তারা ধ্বংস করতে চায় তা সাম্প্রতিক জিএসটি ক্ষতিপূরণ অস্বীকারে ফের প্রমাণিত হয়েছে।

ইয়েচুরি বলেন, একই সঙ্গে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত মিত্রে পরিণত হচ্ছে। মার্কিন রণনীতির অংশ হয়ে যাচ্ছে। চীনকে ঘেরার নামে মার্কিন রণনীতির অংশ হিসাবে চতুষ্টয় বা কোয়াডের শরিক হচ্ছে ভারত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাঙছে না আদি-রীতি, মহালয়ার ভোরেই শুধু বাজবে মহিষাসুরমর্দিনী

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি স)। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়ার ভোরেই শুধু বাজবে মহিষাসুরমর্দিনী। এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল আকাশবাণী কলকাতা। ফলে দুর্গাপুজোর একমাস আগে মহালয়া পড়ায় দু'বার আকাশবাণী তাঁদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে কি না, তা নিয়ে যে দোলাচল তৈরি হয়েছিল, তা কেটে গেল।

চলতি বছরে বিশ্বকর্মা পুজোর ভোরেই বাজবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে দেখা যাবে পিতৃতর্পণের চেনা ছবি। মাস্ক-কবচ ছেড়ে জলে নামতে হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে সেসব দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।

মহিষাসুরমর্দিনী দ্বিতীয়বার সম্প্রচারের প্রসঙ্গে আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান-প্রধান সুব্রত মজুমদার বললেন, "তা তো সম্ভব নয়। মহিষাসুরমর্দিনী আজ একটা মিথ। একটা নির্দিষ্ট রীতি মেনে, নিষ্ঠা নিয়ে এর সম্প্রচার হয়ে আসছে প্রথম থেকে। এক সময় লাইভ হত। পরে হয় রেকর্ড। সেই রীতি মেনেই এবারও মহালয়ার ভোরেই সম্প্রচার হবে। এর মর্যাদাই আলাদা। অন্য কোনও দিনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। তাই তাকে আর দ্বিতীয়বার শোনানো যায় না।" পরে ২২ অক্টোবর অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন ভোর পাঁচটায় বাজবে উত্তমকুমারের কণ্ঠের 'দেবীদুর্গতিহারিনী'। একটা সময় পর্যন্ত বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জুগলবন্দি প্রতি বছর লাইভ সম্প্রচার করত মহিষাসুরমর্দিনী। ভোর চারটের অনেক আগে শিল্পীরা আকাশবাণী পৌঁছে যেতেন। নির্ধারিত সময়ে শুরু হত লাইভ সম্প্রচার। কিন্তু একটা সময়ের পর এই চণ্ডীপাঠের শিল্পীদের কণ্ঠ ধরে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন সকলেই। রেকর্ড হয়। যা পরে কিনে নেয় এইচএমভি। সেটিই এখন অন্যান্য রেডিও স্টেশন সম্প্রচার করে।

কিন্তু রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে একটি নয়, একাধিকবার তাতে বৈচিত্র্য আনেন বাণীকুমার। সুব্রতবাবুর কথায়, তাঁরা নানা গবেষণা করেছেন এটা নিয়ে। কখনও নতুন গান সংযোজিত হয়েছে। তার জন্য কখনও হয়তো নির্দিষ্ট কোনও শিল্পীকে না পেয়ে অন্য কাউকে দিয়ে সেই গান তোলানো হয়েছে। তার সব ক'টিই রয়েছে আকাশবাণীর সংগ্রহে। কখনও কখনও বদলে বদলে সেগুলি শোনানো হয়। গত বছরই যেমন ছয়ের দশকের প্রথম দিকে রেকর্ড করা একটি চণ্ডীপাঠ শোনানো হয়েছিল। এটাও একটা রেওয়াজ। সেইসব বহুমূল্য সংগ্রহের মধ্যে থেকেই একটি শোনানো হবে।

অসুস্থ অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত, ভরতি ডাউনটাউন হাসপাতালে

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক তথা অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফুল্ল কুমার মহন্ত গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে দিশপুরে অবস্থিত ডাউন টাউন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

জানা গেছে, স্নায়ু ও উচ্চ রক্তচাপজনিত ব্যাধিত আক্রান্ত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত। শুক্রবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেসরকারি ডাউন টাউন হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে দেখে চিকিৎসক তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করে দিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বর্তমানে তাঁকে আইসিইউ-তে রেখে কয়েকজন ডাক্তারের এক দলের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। তবে তিনি সংকটমুক্ত বলে জানিয়েছে হাসপাতালের সূত্রটি।

মাদার টেরিজার মৃত্যুদিবসে 'দানদিবস' পালনের আহ্বাণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার মাদার টেরিজার মৃত্যুদিবস। এই দিন অতিদরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "১৯৯৭-এর এই দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন মাদার টেরিজা (এখন কলকাতার সেন্ট টেরিজা)। সারা জীবন তিনি দরিদ্রতম লোকের সেবায় নিরোজিত থেকেছেন। কখনও ভাবেননি, কার সেবা করছেন। তাঁর স্মরণে রাষ্ট্রপুঞ্জ আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক দান দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। অতিমারির এই দিনে যারা সত্যিই দরিদ্র, তাঁদের পাশে দাঁড়ান।'

পাচারকারী

পাচের পাতার পর

উদ্ধার করে দুই বান্ডিল জাল নোট। পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল আবু বক্কার (১৯) ও ডালু মিয়াঁ (১৮)। দু'জনের বাড়ি কালিয়াচক থানা এলাকায়। তাদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। সবগুলিই দুই হাজার টাকার নোট। পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে জানিয়ে শনিবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

পাচের পাতার পর

বঞ্চিত হওয়ার জন্য ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাধনা মুণ্ডা ও তাঁর প্রতিনিধি স্বামী নীরেন মুণ্ডা, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য তথা উপ-সভাপতি শিলু দাস ও তাঁর প্রতিনিধি স্বামী অনোরঞ্জন দাস, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার মিঠুন মুণ্ডা এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার মণি মহালি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রংসিং ফাংচু, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুমন নায়ক, এপি মেম্বার মণিরানি বাকতি সহ ক্ষুব্ধ জনগণ শীঘ্রই কালিবাড়ি জিপিতে পিএমএওয়াই-এর সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুত করতে ফের জিয়োটেক করানোর দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বলে সাফ জানিয়েছেন।

উদ্ধার বিএসএফের

পাচের পাতার পর

চারটির আনুমানিক বাজারমূল্য ৫০ হাজারের বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত গরুগুলির কোনও মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে বিএসএফের বিভাগীয় প্রক্রিয়া সেরে এগুলিকে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য স্থানীয় বদরপুর পুলিশ প্রশাসনের কাছে সমঝে দেওয়া হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ আগস্ট একইভাবে নদীতে অভিযান চালিয়ে তিনটি গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন ভাঙ্গা বিওপির জওয়ানরা। এছাড়া ইদানীংকালে বিএসএফের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের আধিকারিক ও জওয়ানরা তৎপরতার সঙ্গে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে বেআইনি পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে সাফল্য পাচ্ছেন। বেআইনিভাবে নেশাদ্রব্য, ইয়াবা ট্যাবলেট, বার্মিজ বিড়ি, চুরির গাড়ি, মটর বাইক, জাল নোট, গরু প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানার। তাঁদের লাগাতার সফল অভিযানে জনমনে স্বস্তি ও সন্তোষ বিরাজ করছে।

আক্রান্তের সংখ্যা

তিনের পাতার পর

৮.৪১শতাংশ মানুষের দেহে সংক্রমনের হদিস মিলেছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২১লাখ ১২হাজার ১৮৫টি। এখন রাজ্যে ৭১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উপরাষ্ট্রপতি

তিনের পাতার পর

থেকেও আমাদের নিরন্তন শিখে চলার প্রবণতা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ ইতিহাসের একটি কালখণ্ডে ভারত বিশ্বগুরু ছিল। বৌধিক, আধ্যাত্মিক এবং মননশীলতার দিক থেকে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেইসময় পালন করেছে।নালন্দা, তক্ষশীলা, পুষপগীরি ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। অধ্যায়ন এবং শিক্ষাকে বরাবর ভারতীয় সভ্যতা সম্মান করে এসেছে। শিক্ষাদানের পেশাকে ভারত বরাবর পবিত্র মনে করেছে। সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম। নতুন শিক্ষানীতি সেই পথকে আরো সুগম করে তুলবে।একবিংশ শতাব্দীর ভারতের সৃজনশীলতা উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয় এস্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে শনিবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে জিবি হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্য দপ্তরের অস্থায়ী কর্মচারীরা।গত দুদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন কালে এসব কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। তখন জিবি হাসপাতালে কতিপয় চিকিৎসক তাদেরকে দেখা করতে দেননি। এ নিয়ে মতভেদ এর জেরে দুজন অস্থায়ী কর্মচারী কে জিবি হাসপাতাল থেকে জেলায় বদলি করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অনিয়মিত কর্মচারী সংঘ।সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শনিবার স্বাস্থ্য অধিকর্তা সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।অনৈতিকভবে জিবি হাসপাতাল থেকে ভোলা জেলায় বদলি করা অস্থায়ী কর্মচারীদের অবিলম্বে জিবি হাসপাতালে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া জিবি হাসপাতাল ২০/২৫ বছর ধরে অস্থায়ীভাবে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের অবিলম্বে নিয়মিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।শুধু তাই নয় যারা অবসরে চলে গেছেন তাদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।চাকরিরত অবস্থায় যেসব অস্থায়ী কর্মী মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারকে ডাই ইন হার্নেস প্রকল্পে চাকরি ব্যবস্থা করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।এসব দাবি পূরণ না করা হলে জিবি হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ বন্দোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শিক্ষামীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ বন্দোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শিক্ষামী রতনলাল নাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন রাজ্য তার এক কৃতি সন্তানকে হারাল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরমরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। আজ শিক্ষাভবনে শিক্ষামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের এক বৈঠকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর মতির প্রতির শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল বিকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ বন্দোপাধ্যায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘবছর শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণের আগে তিনি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার দায়িত্বও সামলেছিলেন। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ সকালে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অশোক সিনহা ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে সহঅধিকর্তা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর বাসভবনে গিয়ে পুস্পস্তবক দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কুমারঘাট এর পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জেলা কোভিদ সেন্টারে দুই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানীর চেষ্টার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জানা যায় কোভিদ সেন্টারে চিকিৎসাধীন দুই নাবালিকাকে শ্রীলতাহানির চেষ্টা করে সাফাই কর্মী জন্টু দেব। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কুমারঘাট থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হয় কবে সেন্টারে চিকিৎসা করাতে যাওয়া নাবালিকাদের শীলতা হানি করার চেষ্টার ঘটনা উদ্বেগজনক। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি উঠেছে। রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে খবর নেই। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘিরে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা ভারত উপহার দিয়েছে বিশ্বকে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিক্ষক দিবস ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার দুটি টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ শিক্ষক দিবস। শিক্ষকরা আমাদের গুরু। গুরু-শিষ্য পরম্পরা ভারত উপহার দিয়েছে বিশ্বকে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে আমাদের সরকার শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের 'শিক্ষারত্ন' সম্মান দেয়।'

অপর টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।'

সপ্তাহান্তের দু'দিন সব বিভাগ বন্ধ রেখে নবান্নে জীবাণুমুক্ত করার কাজ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনি ও রবিবার সপ্তাহান্তের দু'দিন সব বিভাগ বন্ধ রেখে নবান্নে জীবাণুমুক্ত করার কাজ করছেন পূর্ত দফতরের কর্মীরা। বন্ধ রাখা হচ্ছে প্রেস কর্ণারও।

কোভিডের সংক্রমণ এড়াতে কড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে নবান্নে। মূল বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে স্যানিটাইজার ও সাবান দিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ঢুকতে হচ্ছে। সকলেরই থার্মাল গান দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে। অফিসারদের ঘরে সাংবাদিকদেরও যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। সংক্রমণ ঠেকাতে প্রয়োজন ছাড়া কাউকে নবান্নে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাবার পর নবান্নের লিফ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পূর্ব দিকের গেটের মুখে দু'টি ভিআইপি লিফ নির্দিষ্ট কয়েকজনের যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সাধারণ কর্মীরা পেছনের তিনটি লিফ ব্যবহার করছেন। তবে লিফে একসঙ্গে চার জনের বেশি যাওয়া যাবে না বলে নির্দেশ জারি করেছে নবান্ন। উত্তর দিকের একটি লিফ শুধুমাত্র অফিসারদের জন্য বরাদ্দ। সতর্কতার জন্য ঠিক হয়েছে নবান্নের মতই অন্যান্য সরকারি অফিস যেমন, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, মহাকরণ, সল্টলেকের অফিস পাড়ায় নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হবে।

মুম্বইয়ের অদূরে মৃদু ভূমিকম্প পালঘর-এ ২.৭ তীব্রতার কম্পন

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। কম্পন অনুভূত হয়েছে মুম্বইয়ের ৯৮ কিলোমিটার উত্তরে। শনিবার সকাল ৬.৩৬ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৭উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৬.৩৬ মিনিট নাগাদ ২.৭ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ মুম্বইয়ের ৯৮ কিলোমিটার উত্তরে ভূকম্পন অনুভূত হয়, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। ১৯.৯৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২.৮৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

৩২,৯১৫ জন

আটের পাতার পর

হয়েছে আরও ১১ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০৪, ৬০৩ জন। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩২, ৯১৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২,১৩২টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে।

নির্মাণ সামগ্রী সাফাই অভিযান পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে নির্মাণসামগ্রী দিনের-পর-দিন ফেলে রাখার ফলে মানুষের চলাচলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার পাশে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ফেলে রাখা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পৌরনিগমের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে।কিন্তু তারপরও দিনের-পর-দিন নির্মাণসামগ্রী রাস্তার পাশে রেখে নির্মাণ কাজ করানোর চেষ্টা করছেন অনেকেই। রাস্তার পাশে নির্মাণসামগ্রী জমিয়ে রাখার ফলে রাস্তা সরু হয়ে যাচ্ছে। যানবাহন চলাচল এমনকি রাস্তায় মানুষ চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার আগরতলা পৌর নিগমের ফোর্স বাহিনী এডভাইজার চৌমুহনীতে অভিযান চালায়।অভিযান চালিয়ে রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা ইট বালি সহ অন্যান্য নির্মান সামগ্রী তুলে নিয়ে যায়।এলাকার অন্যান্যদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে ২৪ঘন্টার বেশি সময় রাস্তার পা৯ঙ্ৗ?-শে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা হলে সেগুলি পৌরনিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী তুলে নিয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।শুধু রাজধানী আগরতলা শহরে নয় ,শহর এবং শহর টলি এলাকায় এ ধরনের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে।পৌরনিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী এখন থেকে নিয়মিত এইসব বেআইনি কাজ কর্মের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র বেআইনিভাবে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখার ক্ষেত্রে নয় ,ফুটপাত বিরোধী অভিযান চাঙ্গা করা হবে বলে পুরনিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

যানবাহন আটকে পড়েছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার মধুপুরে

● প্রথম পাতার পর

নাম প্রদীপ দাস।জানা যায় ওই যুবক বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে চলছিল।সে নেশা পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তাকে আটক করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনগণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এলাকায় তার আনাগোনা লক্ষ করে স্থানীয় জনগন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ এসে তাকে নেশাজাতীয় সামগ্রীসহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরো কয়েকজনকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছে। নীট পরীক্ষা (মেডিক্যাল) ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ১১টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪,১৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। আজকের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে রাজ্যের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসকল কলেজগুলি রয়েছে, সেই কলেজগুলির শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষদের সাথে আলোচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বলা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

অরুণাচলে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা সংগঠিত করেছে চিনা সেনারা। অরুণাচলেব ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী ভারতীয় ভুখণ্ডে গোপনে প্রবেশ করে অপহরণ ও হুজ্জতি করেছে। সম্প্রতি অরুণাচলি এক যুবককে তারা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনার চাপে কয়েকদিন পর তাকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল চৈনিকরা।

লাদাখ থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যাকচুয়াল লাইন অব কন্টোল (এলএসি)-এ ইদানীং চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ চলছে। এমতাবস্থায় অরুণাচল প্রদেশের পাঁচ যুবককে অপহরণের ঘটনায় ভারতীয় সেনারা সম্পূর্ণ সমরসজ্জার অবস্থান নিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া গত ডিসেম্বরে অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার দিবাং ভ্যালি জেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী চাকলা গ্রামে চৈনিকের এক দল প্রবেশ করেছিল। চিনের চাকলাগাম এলাকার এক পাহাড়ি নদী দুই দেশের সীমা। ওই নদীর ওপর কাঠের সাঁকো তৈরি করে চীনা সেনারা ভারত ভূখণ্ডের অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করে সড়ক নির্মাণ শুরু করেছিল। কিন্তু সেবার তাদের সেই অনধিকার প্রচেষ্টা ভেস্তে দিয়েছিল ভারত।

গোমতী

● প্রথম পাতার পর

খুলে গেছে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গত এক বছরে রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৩,২৯০ কোটি টাকার প্রকল্প ম'র করেছেন। দিল্লী-আগরতলা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী মাত্র ২৯ মাসের মধ্যে ত্রিপুরায় জলপথের সুযোগ খুলে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস গেটওয়ে পরিণত হবে। এছাড়াও সাবমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপন হলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথটি চালু হওয়ার ফলে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সাংস্ক'তিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বা'লকে অষ্টলক্ষী বানাবার যে স্বপ দেখেছেন তা পূরণে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই অভ্যন্তরীন জলপথ চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে ক'ষকদের উন্নয়ন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তার ভাষণে বলেন, আজকের দিনটি শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বা'লের জন্য ঐতিহাসিক দিন। আজ সোনামুড়া নৌবন্দর আন্তর্জাতিক স্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে। রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নে এই জলপথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে সাংসদ আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গলি দাস বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য নেত'ত্বে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্ক'তিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হচ্ছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও আরও শক্তিশালী হয়েছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই ৯৩ কিমি জলপথটি চালু হওয়ায় ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাইলস্টোন স্থাপন হয়েছে। এই জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে ব্যয়ও অনেক কম হবে। ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলি উপক'ত হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরাস্থিত বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনার কিরাটি চাকমা, ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন ইনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারপার্সন অমিতা প্রসাদ।

খেলা

‘মুককালা মুকাবেলা’ নেচে দেখালেন ওয়ার্নার

নেচেই যাচ্ছেন ওয়ার্নার। না একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের সময়টা পার করার জন্য অনেকেই অনেক উপায় খুঁজে নিয়েছেন। তবে ডেভিড ওয়ার্নারের মতো টিকটককে আশ্রয় বানিয়েছেন সম্ভবত শুধু যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারতীয় স্পিনারের মতোই টিকটক তারকা হওয়ার সাধ হয়েছে ওয়ার্নারের।

গত কিছুদিন ধরেই প্রায় প্রতিদিন ইনস্টাগ্রামে নিজের ভিডিও দিচ্ছেন। ভারতের সব ধরণের মুভি ইন্ডাস্ট্রিকেই সামাল দিচ্ছেন কখনো তামিল বা হিন্দি ভাষায় গান গেয়ে। এবার নিজের নাচের ভিডিও দিলেন। স্ত্রী ক্যান্ডিসকে নিয়ে তিনি নেচেছেন ৯০ এর দশকের সেই বিখ্যাত ‘মুককালা মুকাবেলা’ গানের সঙ্গে।

ডেভিড ওয়ার্নারের ভিডিওতে দেখা গেছে স্ত্রী ক্যান্ডিস ও ওয়ার্নার বিখ্যাত গানটির সঙ্গে নাচছেন। আর নাচের এক পর্যায়ে তাদের মেয়েও পিছনে এসে তাল মিলাচ্ছে। নাচের ভিডিও দিয়ে ওয়ার্নার আবার বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠীকে ট্যাগ দিয়ে লিখেছেন, ‘কে ভালো নাচে? ক্যান্ডিস, আমি নাকি শিল্পা শেঠী?’

মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এখানে শিল্পা শেঠী এলেন কোত্থেকে? এ বছরের শুরুতেই এক টিকটক ভিডিওতে এই গানের সঙ্গেই নেচেছিলেন শিল্পা। সেখানে এই গানের মূল শিল্পী প্রভু দেবাও দেখা দিয়েহচিলেন ক্ষনিকের জন্য।

এর আগেও ভক্তদের মজা দেওয়ার জন্য টিকটকে ভিডিও বানিয়েছেন ওয়ার্নার। তাতে অবশ্য সতীর্থ ও অন্য ক্রিকেটাররা তাঁকে নিয়ে উপহাসই করেছেন। মিচেল জনসন যেমন আকারে ইঙ্গিতে ওয়ার্নারকে পাগল বলেছেন, ‘আমি বলতাম তুমি পুরোপুরি গেছ, কিন্তু আমি নিশ্চিত না তুমি কখনোই ঠিক ছিলে কি না।’ এর পরদিনই নাচ ও গানের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রিকেটারের ভাই অপমান করেছেন ওয়ার্নারকে।

নিজেকে ডিজে ব্রাভো বলে পরিচয় দেওয়া ডোয়াইনের ভাই ড্যারেনের কাছেও বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে ওয়ার্নারের এসব ভিডিও। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘বক্সহেড (বেকুব), ক্রিকেট ফেরাটা তোমার (স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার জন্য) খুব দরকার।’

ইমরান খান হতে চান বাবর

টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি সম্প্রতি ওয়ানডে অধিনায়কও হয়েছেন বাবর আজম। তবে ওয়ানডেতে এখনো দলকে মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু দায়িত্ব বুঝে পেয়েই নিজের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন বাবর। অধিনায়ক হিসেবে ইমরান খানকেই আদর্শ মানবেন, চাইবেন তাঁর ধরণটাই পাকিস্তান ক্রিকেটে ফেরাতে।ওয়ানডেতে পাকিস্তানের র‍্যাঙ্কিং (ছয়) আরও ভালো করাকে প্রাথমিক দায়িত্ব মানছেন বাবর, ‘আমাকে ওয়ানডে অধিনায়ক বানানোয় বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। আমি এর আগে অনূর্ধ ১৯ দল ও টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃতে দিয়েছি।

এই সংস্করণে যখন র‍্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকাই, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তাই আমার প্রথম কাজ হলো সেরা তিনে দলকে তুলে আনা। বোর্ড ভেবেছে আমি প্রস্তুত এবং এ কারণে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রস্তুত।’

সংবাদ মাধ্যমকে বাবর নিজের অদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আর সেটা হলো দলে সবার মধ্যে আরও ধিরস্থির ভাব আনা। সেটা করার জন্য ইমরান খানকেই তাঁর আদর্শ মনে হচ্ছে, ‘অধিনায়ক হতে চাইলে ঠান্ডা মানসিকতার হতে হয়। দলের ভার বয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর ব্যাপারে নিখুঁত হতে হয়। নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রন থাকতে হয়। ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটে আমি এটা শিখেছি। মাঠে নিজের আগ্রাসণ কমিয়ে আনতে হয় এবং অন্যদের সাহস দিতে হয়। খেলোয়াড়দের এক শ দশ ভাগ সমর্থন দিলে তারা ঠিক ততটাই ফেরত দেবে। আমি আক্রমণাত্মক অধিনায়ক হতে চাই। আমি ইমরান খানের স্টাইল গ্রহণ করতে চাই।’

কোহলির ধারে-কাছেও নেই টেন্ডুলকার- স্মিথ

লিওনেল মেসির ধারে-কাছেও নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিংবা রোনালদোর ধারে-কাছেও নেই মেসি। এমন কথা শোনার পর কেমন লাগে?

পারফরম্যান্স ভার্নিয়ার স্কেলে মাপা গেলে হয়তো নিখুঁত করে বলা যেত, কে কত মিলিমিটার পিছিয়ে। তাই বলে ধারে-কাছেও নেই! ভক্তদের পিত্তি জ্বলে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্টিভেন স্মিথের ভক্তদের এমন লাগতে পারে কেভিন পিটারসেনের কথা শুনে। শুধু স্মিথের ভক্তরা কেন, পিটারসেনকে ধুয়ে দিতে পারেন শচীন টেন্ডুলকারের সমর্থকেরাও। নিরপেক্ষ ভক্তদেরও ভালা লাগার কথা নয়। যদিও গুণিজনেরা বলেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই!বর্তমান ক্রিকেটে সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যানের তালিকা করলে বিরাট কোহলি এবং স্মিথকে শীর্ষ দুইয়ে রাখবেন অনেকেই। দেশটা ক্রিকেটপাগল ভারত বলেই কোহলির ওপর প্রত্যাশার চাপটা হয়তো বেশি। ওদিকে স্মিথ তাঁর অপ্রথাগত টেকনিক দিয়ে টেস্টে সব জায়গায় প্রমাণিত। এমন মাপের দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে তুলনা টেনেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। স্মিথ নাকি কোহলির ধারে-কাছেও নেই। এমনকি টেন্ডুলকারকেও কোহলির পেছনে দেখেন পিটারসেন।জিম্বাবুয়ের সাবেক পেসার, ধারাভাষ্যকার পমি মবাঙ্গার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে এমন কথা বলেন পিটারসেন। অনেকে ভাবতে পারেন, ইংল্যান্ডের জার্সি পরেছেন বলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবটা থেকে গেছে তাঁর। যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষটা মোটেও ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত এ ক্রিকেটারের।সে যাই হোক, পিটারসেনকে বলা হয়েছি কোহলি ও স্মিথের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। পিটারসেন বেছে নেন এভাবে, ”কোহলি, আর কোনো কথা হবে না।সে একটা “ফ্রিকশো”। ভারতের হয়ে রান তাড়া করে তার জয়ের রেকর্ড এবং যে পরিমাণ চাপ সামলায়, স্মিথ তার ধারে-কাছেও নেই।”

কনে ছাড়া বিয়েতে রাজি নন শোয়েব

ফুটবল লিগ শুরু হয়ে গেছে ইউরোপে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরুর প্রস্তুতি চলছে। তবে দুটি খেলায় পার্থক্য আছে। ফুটবলে ক্লাব প্রতিযোগিতাই মূল আকর্ষণ হলেও ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডই মাঠে খেলা ফেরানোর মধ্যে একটি উপায় হলো দর্শকবিহীন আয়োজন।সাবেক পাকিস্তানি পেসার পছন্দ হচ্ছে না। একদম খালি মাঠে ধরছে না তাঁর। সামাজিক যোগাযোগ ধারণা, এমন খেলা আর্থিকভাবেও খুব ধরেই ইউটিউব বা হেলো অ্যাপের জানাচ্ছেন শোয়েব। দর্শকবিহীন সেখানেই জানা গেল।

হেলো অ্যাপের লাইভে শোয়েব আয়োজন হয়তো ক্রিকেট টিকে থাকার জন্য জরুরি। কিন্তু আমার সম্ভব হবে। দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলার জন্য আমাদের দর্শক দরকার। করোনা পরিস্থিতি ঠিক হয়ে দর্শকবিহীন মাঠে খেলার ব্যাপারে ইংলিশ ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার আওয়াজ সৃষ্টির প্রস্তাবও দিয়েছেন। উপায়ে খালি স্টেডিয়ামের বর্ণনা কেউ হ্যালো অ্যাপে শুধু ভবিষ্যত নয়, শোয়েব। যা শুনে পাকিস্তানের বিশ্বকাপে শচীন টেন্ডুলকারের হাতে রানে থাকা শচীনকে ঠিকই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই ফাস্ট বোলার। এতদিন পর বলছেন, টেন্ডুলকারকে আউট করে নাকি তাঁর দুঃখ হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতীয় ওপেনারের সেঞ্চুরি পাওয়া উচিত ছিল।

দর্শকবিহীন ক্রিকেটে রোমাঞ্চ নেই, বলছেন কোহলি

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি যেটাই হোক না কেন; খেলার প্রধান অলংকার তো দর্শকই। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সেই অলংকারকে পাশে সরিয়ে রেখেই মাঠে ফেরাতে হচ্ছে খেলা। দর্শকবিহীন ফুটবল আবার ফুটবল নাকিঅনেকেই বলছেন এমনটা! ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও একই কথা। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি তো বলেই ফেলেছেন, দর্শকবিহীন খেলা হলে ক্রিকেটের আসল রোমাঞ্চটাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।করোনার কারণে মার্চ মাস থেকেই বন্ধ সব ধরনের ক্রিকেট। আইপিএল মাঠে গড়াতে পারেনি এখনো, দোদুল্যমান অক্টোবর-নভেম্বরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য। এর মধ্যেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চাওয়া, বছরের শেষের দিকে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে হলেও ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরটা হোক। এই সিরিজে লোভনীয় টিভি স্বত্বের কারণেই সিএ এটা চাইছে।

তবে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলাটা কোহলি অন্তত উপভোগ করবেন না, ”জানি না এটা কে কীভাবে নেবেন। খেলাটার জন্য ভালোবাসা আর আবেগ আছে, আমরা সব সময় এমন মানুষের সামনে খেলি। এটা ঠিক যে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আরও বেশি থাকবে, কিন্তু মাঠে দর্শক আর খেলোয়াড়দের মধ্যে যে একটা বন্ধন থাকে, ভরা গ্যালারির সামনে খেলার যে একটা আবেগ, এগুলো আসবে না।”

করোনার কারণে বন্ধ ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে হলে কিছু শর্ত তো মানতেই হবে। সেটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যই। তাই দর্শকবিহীন মাঠে খেলা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও সেটা মেনে নিচ্ছেন কোহলি, ”আমাদের যেভাবে খেলতে বলা হবে সেভাবেই খেলব। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ, জাদুকরি মুহূর্তগুলো আর থাকবে না।”দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলতে ভালো লাগবে না উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারিরও। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ফিরতে দেখলেই খুশি হবেন তিনি, একটা শূন্যতা অনুভূত হবে। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা টেলিভিশনে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ তো দেখতে পাবেন।

ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলতে গেলে ম্যাচগুলো দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা। উসমান খাজা এটিকে বলছেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য ”শাপেবর”। অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের কথা, ”নিঃসন্দেহে এটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটা সুবিধা!” যেকোনো খেলাতেই নিজেদের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা থাকে। আর সেটা নিজেদের সমর্থকদের উপস্থিতি। কিন্তু খাজা উল্টোটা কেন ভাবছেন? এর যুক্তি অবশ্য দিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান, ”আবার তারা (ভারত) সর্বশেষ যে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে এখানে এসেছিল, সেবার ওদের সমর্থকই বেশি ছিল। বিশেষ করে মেলবোর্নে। এটা অদ্ভুত এক অনুভূতি। ভারতের মাঠে খেলা হলে অবশ্যই সেখানে ভারতের সমর্থক বেশি থাকবেন। কিন্তু মেলবোর্নেও আপনি একই অবস্থা দেখবেন। কখনো কখনো সিডনি বা অন্য মাঠেও।”

স্ত্রী চায় না আমি রান্নাঘরে যাই

আনা ফ্রাঙ্ক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা তাঁর ডায়েরির জন্য। অনেকে বলেন, করোনাভাইরাস আক্রান্ত এই অনিশ্চিত সময়টাও নাকি বিশ্বযুদ্ধের মতোই। ক্ষুদ্র এক অনুজীবের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী তো যুদ্ধেই নেমেছে! তা এই সময়ে বাংলাদেশের ঘরবন্দী খেলোয়াড়েরা যদি ডায়েরি লিখতেন, কী থাকত তাঁদের লেখায়? খেলোয়াড়দের হাতে কলম তুলে দিয়ে সেটিই জানার চেষ্টা করেছে প্রথম আলো- সময়টা আমার জন্য এক দিক দিয়ে বেশ ভালো, আরেক দিয়ে খুব খারাপ। ভালোটা হচ্ছে, পরিবারের সঙ্গে আছি। করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রামে বাদশা মিয়া রোডের ফ্ল্যাটে চলে এসেছি। জায়গাটা একটু সবুজেঘেরা, বাসা থেকে পাখির কিচিরমিচির শুনি। নগরে থেকেও এ এক কোলাহলমুক্ত জীবন! আমার মেয়ে কানাডা থেকে এসেছে। সবাই এক জায়গায়, পরিবারকে অনেক সময় দিচ্ছি। আমাকে এভাবে পেয়ে ওরাও অনেক খুশি। পারিবারিকভাবে ভালো সময় যাচ্ছে। ঢাকায় অনেক ব্যস্ত থাকি। পরিবারকে ঠিক মতো সময় দেওয়া হয় না। ওদের স্কুলের সময়, আমার অফিসের সময়- নিজেদের মধ্যে গল্প করা অনেক কম হয়। এখন সেটা খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। রাতে ইফতার করার পর একসঙ্গে বসে আড্ডা, নাটক-সিনেমা দেখি। ২৫ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে আমার সময় কাটত যেভাবে, এখন সেভাবেই সময় কাটাচ্ছি। যেন ২৫ বছর আগের জীবনটা আবার ফিরে পেয়েছি। এভাবে ভাবলে ভালোই লাগছে। অনেকে দেখছি রান্নাবান্নায়ও হাত লাগাচ্ছে। আমার স্ত্রী আবার পছন্দ করে না যে আমি রান্নাঘরে যাই।

আর খারাপ দিক হচ্ছে, আমি তো লম্বা সময় ধরে ক্রিকেটের সঙ্গেই আছি। কখনো খেলোয়াড়, কখনো নির্বাচক, ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক; যেটাই বলেন, ক্রিকেট থেকে এতটা দূরে কখনও ছিলাম না। ক্রিকেট, ক্রিকেটাঙ্গনের পরিবেশ, মিরপুরে যাওয়া, সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প করা, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলা, বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ...সবই খুব মিস করছি। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে আসলে ভালো লাগে না।

এখন যেহেতু খেলা নেই, খেয়াল করছি পত্রিকা কিংবা টিভিতে আমাদের পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফির জয় নিয়ে অনেক আয়োজন ছিল, আমাদের পুরোনো ইনিংসগুলো নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরেই আছি বলে বেশিরভাগ বড় বড় ঘটনায় আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এসব পড়তে-দেখতে ভালোই লাগে। কত ঘটনা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এই সুযোগে।

এখন আমার পরিচয় বোর্ড পরিচালক। খেলা নিয়ে চিন্তাটাও এখন একটু অন্যভাবে করি। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। আয়ারল্যান্ড সফর, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। আমরা কোনো দিনই চিন্তা করিনি যে, এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ব। যে সিরিজগুলো স্থগিত হয়ে গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রথমে চিন্তা করব, গুরুত্বের বিচারে কোনটি আগে শুরু করা যায়। সব সূচি তো আর পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হবে না। ফাঁকা সময় বুঝে গুরুত্বপূর্ণগুলো আগে করব।

সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিস আয়ের মানুষদের কথা ভেবে। যতটুকু পারছি তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই হয়ে গেছে, চাইলেও মন খুলে সহায়তা করা যায় না। করোনা সংক্রমণের ভয়ে দূর থেকেই যা করারা করতে হয়।

পরিবার নিয়ে যেমন আতঙ্কে থাকি, ক্রিকেটারদের নিয়েও দুশ্চিন্তা হয়। আমাদের মানসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তারা সুস্থ আছে কিনা, ফিটনেস নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে কিনা, এসব চিন্তা কাজ করে। এখন পর্যন্ত নেতিবাচক কোনো খবর শুনিনি। সবাই ভালো আছে। ফিটনেসের কাজ করে যাচ্ছে। ফিজিওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। শুধু খেলাটা কবে মাঠে গড়াবে, সেই অপেক্ষায় আছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন দ্রুততম সময়ে ঝুঁকিহীনভাবে আমরা মাঠে ফিরতে পারি। তবে ঝুঁকি নিয়ে মাঠে ফিরতে চাই না।

করোনাপরবর্তী ক্রিকেট নিয়ে এখনই কিছু বলার উপায় নেই। কোনো কিছু পরিকল্পনাও করতে পারছি না। এখন শুধু একটাই অপেক্ষা, আল্লাহ যেন এই বিপদ থেকে দ্রুত আমাদের উদ্ধার করেন। সব কিছু ঠিক হলে অনেক পরিকল্পনা করা যাবে। পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতই আমরা মাঠে ক্রিকেট ফেরাব ইনশাআল্লাহ।

শনিবার আগরতলা অবৈধ দখল মুক্ত করতে আগরতলা মিউনিপাল এক অভিযান চালায়। ছবি-নিজস্ব।

দুর্গাপূজা ঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫'র আওতায় ক্লাব/পূজা কমিটিগুলির জন্য নীতি নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ছড়াচ্ছে যা গণস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও সাধারণের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এই রোগ প্রতিরোধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে এই সংক্রমণ আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং জীবনহানিও ঘটতে পারে। সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও কোভিড-১৯ মহামারির বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তা আগামী দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেও থাকবে। এই পরিস্থিতিতে ২০২০-এর দুর্গা পুজোর জন্য কোভিড-১৯ সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ জারি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মুখ্য সচিব, স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর আওতায় ক্লাব/পূজা কমিটিগুলির জন্য এবং বাড়িতে ব্যক্তিগত পূজার জন্য কিছু নীতি নির্দেশিকা জারি করেছেন।

সার্বিক নির্দেশিকা

১. জেলা প্রশাসন/পুলিশ ও অন্যান্য দপ্তরের কাছ থেকে আগাম অনুমোদন নেওয়া সমস্ত ক্লাব/ পূজা কমিটি/বাড়ির পূজা আয়োজকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

২. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পূজোর চাঁদা সম্পর্ণ স্বেচ্ছামূলক হবে।

৩. ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি চাঁদা সংগ্রহের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যাতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ এড়ানো যায়। সেই ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাঙ্ক একাউন্টের তথ্য জানাতে পারেন।

৪. পুর কর্তপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে কাছাকাছি এলাকায় প্যাণ্ডেলের সংখ্যা কমানো যায়।

পূজা প্যাণ্ডেল/মণ্ডপ :

৫. পূজো মন্ডপ/প্যাণ্ডেলগুলি খোলা রাখতে হবে। প্যাণ্ডেলে আসা-যাওয়ার ও চলাচলের এবং মন্ডপ পরিদর্শনের জন্য বড় পরিসরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্যাণ্ডেল/মণ্ডপের আকৃতি এমনভাবে করতে হবে যাতে মূর্তি দূর থেকে দেখা যায়।

৬. মূর্তির উচ্চতা সীমিত থাকবে এবং ১০ ফুটের বেশি হতে পারবে না।

৭. প্যাণ্ডেলের সামনে কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে একবারে শুধু ৫-১০ জন দর্শনার্থীকে অনুমতি দেওয়া যাবে। দর্শনার্থীদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানোর জন্য স্থান চিহ্নিত করার দায়িত্ব থাকবে পূজা আয়োজকদের।

৮. আয়োজকদের প্যাণ্ডেলের/মণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সমন্বয় বজায় রেখে দর্শনার্থীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামাজিক দূরত্ব যাতে বজায় থাকে তাই স্বেচ্ছাসেবকরা দর্শনার্থীদের সীমিত সংখ্যায় পরিদর্শন সুনিশ্চিত করবেন।

১০. পূজা চলাকালীন সময়ে এবং পূজোর পর ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি কোন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান রাখবেন না।

১১. ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি প্যাণ্ডেলে জাকজমক লাইটিং-এর ব্যবস্থা করবেন না যা নাকি দর্শনার্থীদের ভিড়-এর কারণ হতে পারে।

১২. পূজার দিনগুলিতে আয়োজক কমিটির সদস্য/স্বেচ্ছা সেবক ও দর্শনার্থীরা সবাই মাস্ক ব্যবহার করবেন। আয়োজক কমিটিগুলি যথেষ্ট সংখ্যায় মাস্ক-এর সংস্থান রাখবেন যাতে কোন দর্শনার্থী মাস্ক ছাড়া দর্শন করতে এলে তাঁকে মাস্ক দেওয়া যায়। প্রবেশ দ্বারে এবং কমন স্পেসে সমস্ত দর্শনার্থীদের জন্য হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার/হ্যাণ্ড ওয়াশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৩. সমস্ত পূজা প্যাণ্ডেলগুলিকে প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার স্যানিটাইজ করতে হবে। ভিড়/নিয়ণে ব্যবহৃত বাঁশ/দড়ি ইত্যাদিকে কিছুক্ষণ পরপর স্যানিটাইজ করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪. সমস্ত পূজা মণ্ডপ/প্যাণ্ডেলে দর্শনার্থীদের নর্মাল স্ক্যানিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি এই স্ক্যানিং-এ কারো শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক তুলনায় বেশি পাওয়া যায় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১৫. দর্শনার্থীরা যাতে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন সেজন্য ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি পূজা মন্ডপ/প্যাণ্ডেল থেকে দূরে বড় পর্দা/এল ই ডি'নের ব্যবস্থা করতে পারেন।

১৬. ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি স্থানীয় টি ভি চ্যানেলের সাথে মিলে জনসাধারণের জন্য পূজা দেখার ব্যবস্থা করতে পারেন।

১৭ ক্লাব/পূজা কমিটিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতে হবে।

১৮. জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ভোজ অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতে হবে।

১৯. পূজা প্যাণ্ডেলের পাশে যেসব স্টল খোলা হবে সেখানে স্টলের মালিকরা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করবেন। স্টলের কর্মচারীদের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক।

২০. পূজার দিনগুলিতে রাতের কার্ফু থাকবে। কার্ফু এর সময় আয়োজকদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে।

বিসর্জন :

২১. ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি বিসর্জন ঘাটে মূর্তি বিসর্জনের জন্য ন্যূনতম যান ব্যবহার করবেন। ৩০ জনের বেশি লোক মূর্তি বিসর্জনের সময় যেতে পারবে না।

২২. ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি প্যাণ্ডেল/মন্ডপের কাছেই কৃত্রিম পুকুর বানানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন মূর্তি বিসর্জনের জন্য। সেক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সেই স্থান পরিস্কার করার দায়িত্বে থাকবে সংশ্লিষ্ট পুর কর্তপক্ষ।

২৩. বিসর্জনের সময় বিভিন্ন ক্লাব/কমিটির জন্য আলাদা আলাদা হতে হবে এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তপক্ষের সাথে সমন্বয় বজায় রেখে করতে হবে।

২৪. বিসর্জন ঘাটে ভিড় বা বিলম্ব করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিসর্জন ঘাটে ভিড় এড়াতে জেলা/পুলিশ/পুর প্রশাসন অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেবে।

২৫. বিসর্জন ঘাটের দিকে যখন মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুবে তখন রাস্তার দু'দিকে ভিড় এড়াতে জেলা/পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

২৬. জেলা/পুলিশ প্রশাসন দুর্গা পূজা প্যাণ্ডেল চত্বরে মন্ডপে, বিসর্জনের শোভাযাত্রায় কিংবা বিসর্জন ঘাটে জমায়েতের উপর নজর রাখার জন্য সি সি টিবি বা অন্য ব্যবস্থা নেবে। তাঁরা কোভিড-১৯ নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

২৭. পূজা প্যাণ্ডেল/মন্ডপে পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটাইজেশন ও বিসর্জন ঘাটে দ্রত মূর্তি বিসর্জনের ব্যপারে পুর কর্তপক্ষ নিয়মিত নজরদারি রাখবেন।

২৮. পূজার দিনগুলিতে পূজা প্যাণ্ডেল/মন্ডপে ভিড় কমানোর জন্য ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তারা জনসাধারণের সচেতনতার জন্য বিভিন্ন কোভিড সম্পর্কিত বার্তাও প্রদর্শন করতে পারবে।

২৯. পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, যানবাহনের চলাচল নিয়ণে রাখতে, ভিড় নিয়ণে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পুর কর্তপক্ষ ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে মিলে আরো অন্যান্য বিধিনিষেধ ও আরোপ করতে পারেন।

নিরলস পরিশ্রমী শিক্ষকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ 'শিক্ষকদিবস'। ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তী। দেশের অগণিত শিক্ষকদের আদর্শগত মহান কর্মকাণ্ডের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁদের পেশাগত অবদানকে স্মরণে-বরণে শ্রদ্ধায় পালন করার জন্য ভারতে এই দিনটি "শিক্ষক দিবস" হিসেবে পালিত হয়। "শিক্ষক দিবস"-এ নিরলস পরিশ্রমী শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন্মজয়ন্তীতে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণকেও অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার সকালে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "দেশ গঠনে অবদানের জন্য কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। লক্ষণীয় প্রচেষ্টার জন্য শিক্ষক দিবসে আমাদের শিক্ষকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জন্মজয়ন্তীতে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণকে বিনম্র শ্রদ্ধা।"

আমাদের দেশে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ এর জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালিত হয়। 'ভারতরত্ন' উপাধি বিভূষিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। মহান দার্শনিক, আদর্শবান বিচারক ছিলেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। আবার বিশ্বের সর্বমোট ১৯টি দেশে অক্টোবর মাসের ৫ তারিখ 'টিচার্স ডে' পালিত হয়। দেশগুলি হলকানাডা, জার্মানি, বুলগেরিয়া, আর্জেবাইজান, ইস্তোনিয়া, লিথোনিয়া, ম্যাকেডোনিয়া, মলদ্বীপ, নেদারল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, কুয়েত, কাতার, রাশিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড, মাউরেটিয়াস, মলদোভা। আবার বিশ্বের অন্য ১১টি দেশে ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস চালু। দেশগুলি হল মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনেশিয়া, লিবিয়া, ইজিপ্ট, জর্ডন, সৌদিআরব, ইয়েমেন, বাহরেইন, ইউ এ ই, ওমান। ১৯৯৪ সালের ৫ অক্টোবর থেকে ইউনেস্কো দ্বারা 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' দিনটি সূচিত হয়। এটি সারা দেশ-বিদেশে 'শিক্ষক' পেশাজীবীদের জন্য সেরা সম্মান।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮৭৭, সক্রিয় রোগী ৩২,৯১৫ জন

হায়দরাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫১১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,৫৭৯ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১,৩৮,৩৯৫ এবং ৮৭৭। শনিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫১১ জন এবং মৃত্যু

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৫৩৮, সুস্থ হয়েছেন ৯০ হাজারের বেশি

ভুবনেশ্বর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫৪৩ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২০,২২১ রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৩৮। শনিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৫৪৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২০,২২১। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৯,২৯৯ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৯০,৩৩১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫৩৮-তে পৌঁছেছে।

অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি চিন ও ভারতকে সহায়তার জন্য প্রস্তুত : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। চিনের আগ্রাসী মনোভাবকে জবাব দিতেও প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনা। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও চিনের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প জানিয়েছেন, "অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি, চিন ও ভারতকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি আমরা। আমরা যদি কিছু করতে পারি, তবে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিতই হব। এ বিষয়ে উভয় দেশের সঙ্গে কথা বলছি আমরা।"

স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেডিসেন্টকে প্রশ্ন করা হয়, চিন কী ভারতকে হুমকি দিচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প জানান, "আমি মনে করি না।" কোভিড-১৯ ভাইরাস নিয়ে চিনকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেন, "চিনা ভাইরাসের জন্য কী হয়েছে দেখুন, বিশ্বের ১৮৮টি দেশে চিন কী করেছে দেখুন।"

মোদী আমার বন্ধু, তিনি অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ফের "মোদী-বন্দনা"। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজের অত্যন্ত ভালো বন্ধু বলার পাশাপাশি ট্রাম্প জানালেন, মোদী ভীষণ ভালো কাজ করছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী আমার বন্ধু, তিনি অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন।"

ভারত সফরের স্মৃতিচারণ করে ট্রাম্প বলেছেন, অতিমারির আগেই আমি ভারত সফরে গিয়েছিলাম....সেখানকার মানুষজন অবিশ্বাস্য.... আপনারা একজন ভালো নেতাকে পেয়েছেন, তিনি একজন ভালো মানুষ।" আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইন্ডিয়ান-আমেরিকানরা কী তাঁকে ভোট দেবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প জানান, "ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমর্থন রয়েছে আমাদের উপর। আমি মনে করি ভারতীয়রা ট্রাম্পকেই ভোট দেবেন।"

রায়পুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ৭ জনের, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নবীনের

রায়পুর ও ভুবনেশ্বর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে বাসে চেপে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা, সুরাট যাওয়ার পথে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রায়পুরের চেরি খেদি এলাকায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ওড়িশার বাসিন্দা ৭ জন শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রায়পুরের এসএসপি অজয় যাদব জানিয়েছেন, শনিবার সকালে রায়পুরের চেরি খেদি এলাকায় বাস ও ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জন শ্রমিকের এবং আরও ৭ জন আহত হয়েছেন। এসএসপি জানিয়েছেন, ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে বাসে চেপে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। ওড়িশার বাসিন্দা ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত সিংকে রায়পুরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৪০ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৬৯,৫৬১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪০ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪০,২৩,১৭৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬,৪৩২ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯,৫৬১ জন এবং মোট সংক্রমিত ৪০,২৩,১৭৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩১,০৭,২২৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৯৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৬৯,৫৬১ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,২৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৭ জন, অসমে ৩৪৫ জন, বিহারে ৭০১ জনের, চন্ডীগড়ে ৬৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৩৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৫১৩ জনের, গোয়া ২২০ জন, গুজরাটে ৩,০৭৬ জনের, হরিয়ানায় ৭৫৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৭৫৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪৪৭ জনের, কর্ণাটকে ৬, ১৭০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩২৬ জন, লাদাখে ৩৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৫১৩ জন, মহারাষ্ট্রে ২৫,৯৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৩৫ জন, মেঘালয়ে ১৪ জন, নাগাল্যান্ডে ১০ জন, ওড়িশায় ৫৩১ জনের, পুদুচেরিতে ২৮০ জন, পঞ্জাবে ১,৭৩৯ জন, রাজস্থানে ১,১০৮ জনের, সিকিমে ৫ জন, তামিলনাড়ুতে ৭, ৬৮৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৭৭ জন, ত্রিপুরায় ১৩৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩১২ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,৭৬২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,৪৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৭৩ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৭.২৩ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.০৪ শতাংশ মানুষ। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু-এই সমস্ত রাজ্যগুলির করোনা-পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলছে।

২৪ ঘন্টায় ১০.৫৯ লক্ষ, ভারতে ৪.৭৭ কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ভারতে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৫৯,৩৪৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪.৭৭ কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৪,৭৭,৩৮,৪৯১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০,৫৯,৩৪৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৪,৭৭,৩৮, ৪৯১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

খাকি পোশাকের ওপর শ্রদ্ধা কখনই হারাবেন না, পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : খাকি পোশাকের ওপর শ্রদ্ধাবান হতে শিক্ষার্থী পুলিশকর্মীদের আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী গতকাল এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রাষ্ট্রীয় পুলিশ অ্যাকাডেমি (এসভিপিএনপিএ)-তে আয়োজিত দীক্ষান্ত প্যারেড কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আইপিএস প্রবেশনারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেছেন, যাঁরা এই অ্যাকাডেমি থেকে উত্তীর্ণ হন, তিনি সেইসব তরুণ আইপিএস আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, "এই বছর করোনা ভাইরাসের কারণে তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। এই সঙ্গে বলেন, 'কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমার কার্যকালের সময়ে আমি নিশ্চিতভাবে কোনও একটি সময়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

প্রধানমন্ত্রী আইপিএস প্রবেশনারদের, সফলভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ করায় অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রবেশনারদের নিজের উর্দি সম্পর্কে গর্ববোধ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- তাঁরা যাতে ক্ষমতার আস্ফালন না করেন, সেই বিষয়ে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'আপনাদের খাকি পোশাকের ওপর কখনও সম্মান হারাবেন না। পুলিশের ভাল কাজ, বিশেষ করে কোভিড-১৯এর সময়ের ভূমিকার জন্য জনমানসে খাকি পোশাকের মানবিক দিক সবসময় স্মরণে থাকবে।

২৪ ঘন্টায় ১০.৫৯ লক্ষ, ভারতে ৪.৭৭ কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ভারতে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৫৯,৩৪৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪.৭৭ কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৪,৭৭,৩৮,৪৯১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০,৫৯,৩৪৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৪,৭৭,৩৮,৪৯১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুঞ্চের একাধিক সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিনা প্ররোচনায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও দিগওয়ার সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। পাক-হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। পাক সেনাবাহিনীকে প্রত্যাঘাতে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ৯.১৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও দিগওয়ার সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনী। পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছি ভারতীয় সেনা।

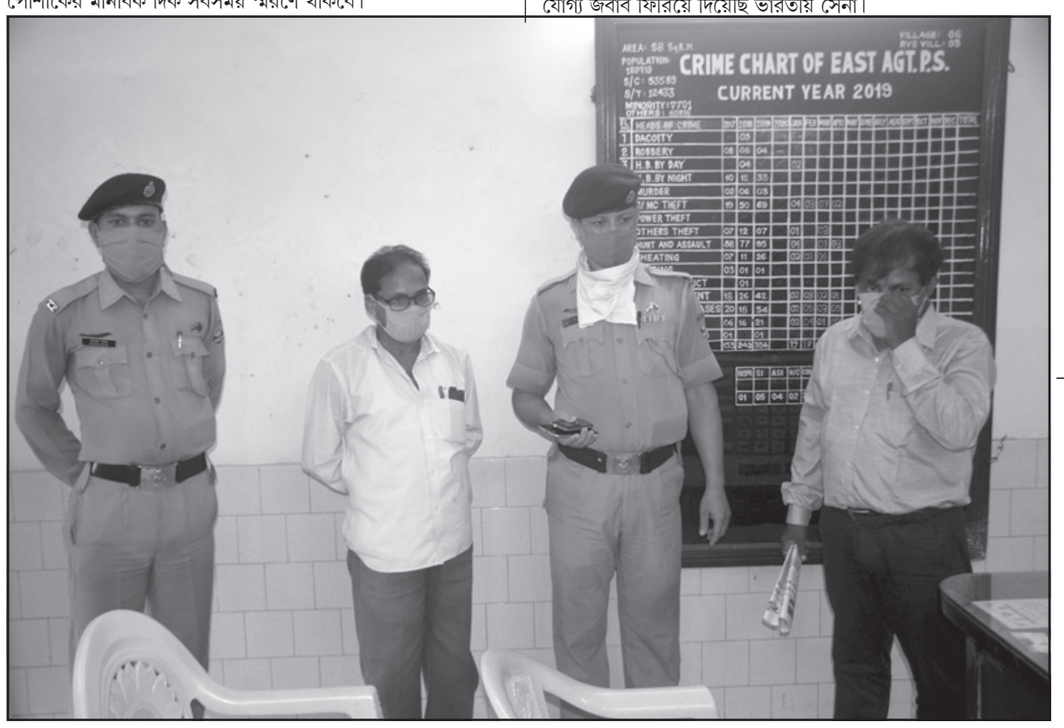

প্রতারণার অভিযোগে শনিবার পূর্ব থানার পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করে। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।